কালিগঞ্জের বাহাছ।

জেলা ২৪ পরগণা — পোঃ টাকী, সাং ঃ নারায়ণপুর নিবাসী

মোহাম্মদ খয়রুল্লাহ কর্ত্তক।

সংগৃহীত।

শাহ্‌সুফী জনাব হজরত পীরজাদা মাওলানা
মোহাম্মদ আবদুল মাজেদ (রহঃ) এর পুত্রগণের পক্ষে

মোহাম্মদ শরফুল আমিন

কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ও

বশিরহাট নবনূর প্রেস হইতে মুদ্রিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ সন ১৪০৮ সাল।

সাহায্য মুল্য ২২ টাকা মাত্র।

بسم الله الرحمن الرحيم *

الحمد لله رب العلمين - الصلوة و السلام على رسوله سيدنا محمد و آله و اصحابه اجمعين *

কালিগঞ্জের

হানাফি ও মোহাম্মদিদিগের বাহাছ।

১৩৩১ সালের ২৮/২৯ শে ফাল্গুন খুলনা জেলার কালিগঞ্জ বাজারে একটী বিরাট বাহাছ সভার অধিবেশন হয়। হানাফী পক্ষে মাওলানা মোহম্মদ ইছমাইল সাহেব তাতিবাগী, মাওলানা মোহম্মদ তকি আহমদ সাহেব বেহারী; মাওলানা গোল মোহম্মদ খাঁ সাহেব খোরাসানী, মাওলানা আহমদ আলী সাহেব দারভাঙ্গাবী, খুলনা পরাণপুর নিবাসী মাওলানা মোয়েজ্জদ্দীন হামিদী সাহেব, যশোহর পাণিঘাটার মৌলবী আবদুল গফুর সাহেব ২৪ পরগণার জা'ফরপুরের মাওলানা নুরোল্লাহ্ সাহেব্ যশোহরের বাঁকড়া নিবাসী মৌলবি ফজলোল-করিম সাহেব, খুলনা দরগাপুরের মৌলবি বজলোর রহমান সাহেব, খুলনা দিঘালার মাওলানা আবদুল আজিজ সাহেব, খুলনা রামনগরের মৌলবি আবদুল জব্বার সাহেব, খুলনা রঘুনাথপুরের মৌলবি তমিজদ্দিন সাহেব, ২৪ পরগণা বশিরহাটের সুফী হাজী মিছহ্ উদ্দীন সাহেব ও ২৪ পরগণার নারায়ণপুর নিবাসী মোহম্মদিদলের সংহার বজ্র হাজী মাওলানা মোহাম্মদ রুহল আমিন সাহেব উক্ত সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

মজহাব বিদ্বেষী পক্ষে ২৪ পরগণার মৌলবি বাবর আলী সাহেব, চণ্ডীপুরের মৌলবী আব্বাছ আলি সাহেব ও মৌলবি লোৎফোর রহমান সাহেব, কলিকাতার মৌলবি এফাজদ্দিন সাহেব, খুলনা গোবর দাড়ির মৌলবি গোলাম রাব্বানি সাহেব, খুলনা ধানদিয়ার মৌলবি জায়েদ আলী সাহেব, খুলনা বুলোর আটীর মৌলবি আহমদ আলি সাহেব প্রভৃতি উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন।

হানাফী পক্ষে মাওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন সাহেব প্রধান তার্কিক রূপে এবং মজহাব বিদ্বেষী দলের পক্ষে মৌলবি লোৎফোর রহমান ও মৌলবি বাবর আলি সাহেবদ্বয় প্রধান তার্কিকরূপে নিযুক্ত হন।

হানাফী মৌলবি তমিজদ্দিন সাহেব ও মজহাব বিদ্বেষী মৌলবি আহম্মদ, আলি সাহেব ইতিপূর্ব্বে এই ভাবে বাহাছের শর্ত্ত স্থির করেন যে, হানাফীরা চারি মজহাব এবং মজহাব বিদ্বেষিগণ খোন্‌ছায় মোস্কেলের (অর্থাৎ যে নপুংসকের পুরুষ বা স্ত্রী স্থির করা সঙ্কট উহার) কাফনের ব্যবস্থা কোরআন হাদিছ ও সাহাবাগণের এজমা দ্বারা স-প্রমাণ করিবেন।

উভয় পক্ষে এই শর্ত্তনামা রেজষ্টরি করিয়া লইবেন বলিয়া স্থিরীকৃত হয়, কিন্তু মজহাব বিদ্বেষী মৌলবি আহমদ আলী সাহেব উহা রেজষ্টরি না করিয়া চলিয়া যান।

হানাফী মৌলবি তমিজদ্দীন সাহেব স্থিরীকৃত দিবসের পূর্ব্বে দুইখানা রেজষ্টরি পত্রের দ্বারা উক্ত মৌলবি, আহমদ আলি সাহেবকে বাহাছের শর্ত্তনামা রেজষ্টরি করিয়া লইতে আহ্বান করেন, কিন্তু তিনি রেজষ্টরি করিয়া লইতে উপস্থিত হন নাই বা ইহার কোন উত্তর লিখিয়া পাঠান নাই।

ইহাতে হানাফী পক্ষ বুঝিলেন যে, বাহাছের পূর্ব্ব চুক্তি সমস্তই

বাতীল এবং যখন মজহাব বিদ্বেষী মৌলবী সাহেব শর্ত্তনামা রেজিষ্টরি করিয়া লইতে উপস্থিত হইলেন না, তখন তাহারা বাহাছ করিতে আসিতে নাও পারেন।

বাহাছের পূর্ব্ব দিবস মজহাব বিদ্বেষী মৌলবিগণ কালিগঞ্জে উপস্থিত হন, ইহা জানিতে পারিয়া মৌলবি তামিজদ্দিন সাহেব মাওলানা মোহাম্মদ রুহল আমিন সাহেব ও অন্যান্য মাওলানাগণকে টেলিগ্রাম করিয়া জানান যে, মজহাব বিদ্বেষিগণ কালিগঞ্জে পৌছিয়াছেন, আপনারা সত্বর চলিয়া আসুন। এই সংবাদ প্রাপ্তে মাওলানা মোহম্মদ রুহল আমিন সাহেব ও হানাফী অন্যান্য মাওলানাগণ কালিগঞ্জের দিকে ধাবিত হন এবং তাঁহারা রাত্রিতে তথায় উপস্থিত হন। ২৮শে প্রভাতে মোহম্মদী পক্ষের মৌলবিগণ শর্ত্তনামা রেজিষ্টরি ও শালিষ নির্ব্বাচন করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। হানাফী পক্ষ বলেন, যখন মজহাব বিদ্বেষী মৌলবি আহমদালী সাহেবকে বারম্বার শর্ত্তনামা রেজষ্টরি করিয়া লইতে আহ্বান করা হয় এবং ইহাতে তিনি আদৌ মনযোগী হন নাই, তখন পূর্ব্ব চুক্তি সমস্তই নাকিছ ও বাতীল হইয়া গিয়াছে। ইতি পূর্ব্বে যে দুই জন হিন্দু ভদ্রলোককে শালিস স্থির করার কথা হইয়াছিল, তাহাও নাকিছ ও বাতীল হইয়া গেল। এই রেজষ্টরি না করার কারণে আমরা তাঁহাদিগকে আহ্বান করি নাই। এক্ষণে বিনা রেজষ্টরি বাহাছ করুন এবং উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলী ইহার শালিষি করিবেন।

অবশেষে এই ব্যাপার লইয়া উভয় পক্ষের কয়েক জন মৌলবি সাহেব থানায় পুলিস কর্ত্তৃপক্ষের নিকট উপস্থিত হন, মজহাব বিদ্বেষিগণ পূর্ব্ব মনোনীত দুইজন হিন্দু ভদ্র লোককে শালিষ স্থির করিতে মন্তব্য প্রকাশ করেন। হানাফী পক্ষ বলেন, হিন্দু খৃষ্টান, য়িহুদী যে কেহ শালীষ হইতে পারেন, ইহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই, কিন্তু যিনি আরবি কোরআন, হাদিছ, তফছির ইত্যাদি বুঝিতে এবং

বুঝাইতে পারেন, তিনিই শালিষ হইতে পারিবেন। যে হিন্দু সন্তান আরবি আলেফ অক্ষর পর্য্যন্ত অবগত নহেন' তাহার শালিসির এক কড়া কড়ির মূল্য নাই বা তাহার শালিষির ভার গ্রহণ করা নিতান্ত অন্যায় ও অনধিকার চর্চ্চা।

তখন কালিগঞ্জের পুলিস সাবইনস্পেক্টর ও অন্যান্য পুলিশ কর্ম্মচারিগণের সাক্ষাতে হানাফী ও মোহম্মদী উভয় দল কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হয় যে, কলিকাতা মাদ্রাসা আলিয়ার ইংরেজ প্রিনছপাল সাহেব এই বাহাছের শালিস হইবেন। তিনি আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত এবং একজন খৃষ্টান। উভয় পক্ষের দাবী ও দলীল উক্ত দারোগা সাহেব কর্ত্তৃক তাঁহার নিকট পাঠান হইবে, তিনি যে মন্তব্য প্রকাশ করিবেন, তাহা ঘোষণা করা হইবে।

তৎপরে হানাফি আলেমগণ ১৩/১৪ মণ কেতাব সহ ১১।। টার সময় সভাক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া বাহাছের প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। মজহাব বিদ্বেষী মৌলবিগণ অনেক বিলম্বের পর দেড় ঘটীকার সময় সভাস্থলে উপস্থিত হন।

বেলা আন্দাজ ২টার সময় বাহাছ আরম্ভ হয়। প্রথমে হানাফী পক্ষ হইতে প্রস্তাব করা হয় যে, উভয় পক্ষ কোন্ কোন্ কেতাব ও দলীল দ্বারা বাহাছ করিবেন, তাহা লিখিয়া দেওয়া হউক। মজহাব বিদ্বেষিগণ বহু পিড়াপিড়ির পরে লিখিয়া দিলেন;—

"মোহাদ্দেছগণ যে হাদিছগুলি সহিহ্ বলিয়া বলিয়াছেন তাহা আমরা মানি। আল্লাহ ও রছুল যে দলীলগুলি মান্য করিতে বলিয়াছেন, আমরা তাহা মানিব।"

বাবর আলি

হানাফী পক্ষ লিখিয়া দিলেন;—

"আমরা নিম্নোক্ত দলীলগুলি মানিঃ—

১। কোরআন। ২। দুনইয়ার সমস্ত হাদিছের কেতাব, কিন্তু মোহাদ্দেছগণ যে সমস্ত স্থলে ভ্রম করিয়াছেন, তৎসমুদয় সংশোধন সাপেক্ষ।

৩। কোরআন ও হাদিছ যে দলীলগুলি মান্য করিতে বলিয়াছেন, যথা এজমা ও সহিহ্ কেয়াছ, আমরা কোরআন, হাদিছ সহ তৎসমুদয় মান্য করি।

৪। তফছির সমুহ, কিন্তু তফছিরকারকগণ যে যে স্থলে ভ্রম করিয়াছেন, তৎসমস্ত সংশোধন সাপেক্ষ।

৫। নহো, ছরফ।

৬। কেরাত।

৭। আরবি অভিধান।

রুহল আমিন।

উভয় পক্ষের লিখিত কাগজগুলি পুলিশ সাবইন্‌স্পেক্টর সাহেবের নিকট সমর্পণ করা হইল।

প্রত্যেক পক্ষের বক্তৃতার জন্য ১৫ মিনিট করিয়া সময় নির্দিষ্ট করা হইল।

তৎপরে মৌলবি বাবর আলি সাহেব দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, হানাফি পক্ষ কি লিখিয়াছেন তাহা তাঁহারা বুঝাইয়া দিন।

মাওলানা মোহাম্মদ রুহল আমিন সাহেব দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, মোহাদ্দেছগণ যে হাদিছগুলিকে সহিহ্ স্থির করিয়াছেন, তাহা মান্য করিতে লোকদিগকে আল্লাহতায়ালা কোরআন শরিফের কোন্

পৃষ্ঠায় ও রাছুল (ছাঃ) কোন্ কোন্ হাদিছে হুকুম করিয়াছেন, ইহা প্রতিপক্ষগণ সপ্রমাণ করুন, তাহা হইলে সকলেই তাহা মান্য করিয়া লইবেন, আর যদি প্রতিপক্ষগণ ইহা সপ্রমাণ করিতে না পারেন, তবে তাঁহারা তৎসমস্ত মান্য করিয়া আল্লাহ ওরাছুল ব্যতীত অন্যের মত মান্য করিয়া শেরক কাফেরি করিবেন কিনা ?

মৌলবি আবর আলি সাহেব বলিলেন, সহিহ্ হাদিছ মান্য করিতে রাছুল বলিয়াছেন।

মাওলানা মোহাম্মদ রুহল আমিন সাহেব বলিলেন, হজরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কোন হাদিছ লিখিয়া যান নাই, সাহাবাগণ কোন হাদিছ লিখিয়া যান নাই, দুই আড়াই শত বৎসর পরে মোহাদ্দেছগণ হাদিছগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহারা মনোক্তি মতে যে হাদিছগুলি সহিহ সত্য বলিয়া ধারণা করিয়াছেন, তৎসমুদয় সহিহ বলিয়া এবং যে হাদিছগুলি জইফ বা অসত্য বলিয়া ধারণা করিয়াছেন, তৎসমস্ত জইফ বা অসত্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। এই দেখুন, সহিহ্ মোছলেমের উপক্রমনিকার (মোকাদ্দমার ১১ পৃষ্ঠায় এমাম নবাবী লিখিয়াছেন;—

"হাকেম 'মদখল' কেতাবে লিখিয়াছেন, (এমাম) বোখারি ৪৩৪ জন বিদ্বানের হাদিছ দলীল বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু (এমাম) মোছলেম তাঁহাদের হাদিছগুলি গ্রহণ করেন নাই। পক্ষান্তরে এমাম মোছলেম ৬২৫ জন বিদ্বানের হাদিছগুলি সহিহ ধারণা করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু (এমাম) বোখারি তৎসমস্ত সহিহ্ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। দৃষ্টান্ত স্থলে বলা যাইতে পারে যে, আবুজ্জোবাএর, ছোহাএল বেনে আবি ছালেহ, আলা বেনে আবদুররহমান ও হাম্মাদ বেনে ছালমা যে হাদিছগুলি রেওয়াএত করিয়াছেন, তৎসমুদয় (এমাম) মোছলেমের মতে সহিহ্ কিন্তু (এমাম) বোখারির মতে সহিহ্ নহে। একরামা, ইছহাক বেনে মোহম্মদ ও আমর বেনে মরজুক যে

হাদিছগুলি রেওয়াএত করিয়াছেন, তৎসমুদয় (এমাম) বোখারির মতে সহিহ্ কিন্তু মোছলেমের মতে সহিহ্ নহে।”

উপরোক্ত বিবরণে বেশ বুঝা যায় যে, এমাম বোখারি, মোছলেম প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণ যে, হাদিছগুলি সহিহ্ জইফ, সত্য অসত্য স্থির করিয়াছেন, তাহা তাহাদের অনুমান ও কেয়াছের উপর নির্ভর করে। এমাম বোখারি, মোছলেম প্রভৃতি সেহাহ লেখকগণের মতে কতিপয় হাদিছ সহিহ, কিন্তু এমাম আজম, মালেক, শাফেয়ি প্রভৃতি এমামগণের মতে তৎসমস্ত জইফ, আবার সেহাহ লেখক মোহাদ্দেছগণের মতে কতিপয় হাদিছ জইফ, কিন্তু এমাম আবু হানিফা প্রভৃতি মোজতাহেদগণের মতে তৎসমুদয় সিহহ্, কাজেই এমাম আজমের মজহাবধারিগণ নিজেদের এমামের স্থিরীকৃত মতের বিরুদ্ধে মোহাদ্দেছগণের মত মান্য করিতে বাধ্য নহেন।

কোরআন শরিফের সুরা মায়েদাতে আছে;—

اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام دينا *

“অদ্য আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণ করিলাম ও আমি তোমাদের উপর আমার নেয়ামত পূর্ণ করিলাম এবং আমি তোমাদের জন্য ইসলামকে দীনরূপে মনোনীত করিলাম।” এক্ষণে আমার বক্তব্য এই যে, দীন ইস্‌লাম পূর্ণ হইয়া থাকিলে, শরিয়তের সমস্ত মস্‌লার ব্যবস্থা কোরআন মজিদে বর্ত্তমান থাকা আবশ্যক, কিন্তু শরিয়তের এরূপ অনেক মস্‌লা আছে যে সমুদয়ের ব্যবস্থাগুলি উহার স্পষ্টাংশে পাওয়া যায় না। ইহাতে অকাট্টভাবে বুঝা যায় যে, শরিয়তের কতক মসলা কোরআন মজিদের স্পষ্টাংশে আছে, আর অবশিষ্টাংশ উহার অস্পষ্টাংশে আছে।

কোরআন মজিদে আছ;—

و احل الله البيع و حرم الربى *

"এবং আল্লাহ্ ক্রয় বিক্রয় হালাল করিয়াছেন ও সুদ হারাম করিয়াছেন।"

এই সুদের ব্যখ্যা কোরআন শরিফে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় নাই, হজরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) হাদিছ শরিফে উহার কতক ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন।

তিনি বলিয়াছেন;—

اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَ الفِضَّةُ بِالفِضَّةِ وَ البُرُّ بِالبُرِّ وَ الشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ وَاسْتَزَادَ فَقَدْ اَرْبٰى *

"স্বর্ণকে স্বর্ণের পরিবর্ত্তে, রৌপ্যকে রৌপ্যের পরিবর্ত্তে, গমকে গমের পরিবর্ত্তে, যবকে যবের পরিবর্ত্তে, খোর্ম্মাকে খোর্ম্মার পরিবর্ত্তে এবং লবণকে লবণের পরিবর্ত্তে যত ততর পরিবর্ত্তে হাতে হাতে (ক্রয় বিক্রয় কর), যে ব্যক্তি বেশী দেয় এবং বেশী লয়, নিশ্চয় সে ব্যক্তি সুদে লিপ্ত হয়।"

যদিও হজরত নবি (ছাঃ) উপরোক্ত প্রকার হাদিছে সুদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তথাচ তিনি উহাতে ধান্য, চাউল, কলাই, পাট, লৌহ ইত্যাদি কম দিয়া বেশী গ্রহণ করা সুদ কিনা, তাহা প্রকাশ করেন নাই। এমামগণ গম যবের নজির ধরিয়া উক্ত বস্তুগুলির সম্বন্ধে সুদের হুকুম প্রদান করিয়াছেন, ইহাকেই কেয়াস বলা হয়, ইহা

কোরআন ও হাদিছের অস্পষ্টাংশ।

বিনা আপত্তি উটের উপর ফরজ নামাজ পাঠ জায়েজ নহে ও নৌকার উপর পাঠ করা জায়েজ আছে, ইহা স্পষ্টভাবে সপ্রমাণ হইয়াছে, কিন্তু হজরত নবি (ছাঃ) এর জামানায় রেলগাড়ি ছিল না, উহার উপর ফরজ নামাজ পাঠ জায়েজ হইবে কিনা, ইহা কোরআন ও হাদিছে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয় নাই। এক্ষণে ট্রেণের উপর ফরজ নামাজ পাঠের যে কোন প্রকারের ব্যবস্থা দেওয়া যায়, তাহা কেয়াছ হইবে।

হস্তী হারাম ও মহিষ হালাল, ইহা স্পষ্টভাবে সপ্রমাণ হইয়াছে, কিন্তু গণ্ডার হারাম কি হালাল, তাহা স্পষ্টভাবে কোরআন ও হাদিছে উল্লিখিত হয় নাই, এক্ষণে গণ্ডার সম্বন্ধে যে কোন প্রকার ব্যবস্থা প্রদান করা হউক, উহা কেয়াছ হইবে।

এমাম নাবাবী 'তহজিবোল-আছমা কেতাবে লিখিয়াছেন,—

"বিচক্ষণ বিদ্বান্‌গণের মত এই যে, নিশ্চয় কেয়াস অমান্যকরিগণ উম্মতের আলেম ও শরিয়তবাহক শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইতে পারে না, কেননা যে বিষয়টী অকাট্য ও অসংখ্য প্রমাণে সপ্রমাণ হইয়াছে, তাহারা সেই বিষয়টী বিদ্বেষ বশতঃ হঠকারিতা সহ অমান্য অগ্রাহ্য করিয়াছেন এবং স্পষ্ট আয়ত ও হাদিছ উক্ত শরিয়তের একদশমাংশের পক্ষে যথেষ্ট নহে।"

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, শরিয়তের নয় ভাগের অধিক কেয়াস বা কোরআন ও হাদিছের অস্পষ্টাংশ কর্তৃক সপ্রমাণ হইয়াছে,

আর এক ভাগের কম কোরআন ও হাদিসের স্পষ্টাংশে আছে। যদি স্বীকার করি যে, পূর্ণ এক ভাগ উক্ত দলীলদ্বয়ের স্পষ্টাংশে আছে, তবে বলি, শরিয়তের মস্‌লা মসায়েলের সংখ্যা দশ সহস্র হইলে, মাত্র উহার এক সহস্র কোরআন ও হাদিসের স্পষ্টাংশে পাওয়া যায়, আর অবশিষ্ট নয় সহস্র কেয়াছ দ্বারা সপ্রমাণ হইবে।

হাদিস কাহাকে বলে? হাদিস কয় প্রকার ? তৎসমুদয়ের নাম কি কি? এই সমস্ত কোরআন ও হাদিছে নাই, সাহাবাগণের এজমাতে নাই, ইহা কেয়াস।

দুন্‌ইয়ার সমস্ত হাদিসের কেতাবের মধ্যে ছয়খানা কেতাব কেবল সহিহ্ কেতাব এবং তন্মধ্যে সহিহ বোখরি সর্ব্বোত্তম সহিহ্, তৎপরে সহিহ মোছলেম, তৎপরে চারিখানা 'ছোনান'।

এইরূপ মত কোরআণ ও হাদিছে নাই, সাহাবাগণের এজমাতে নাই, ইহা কেয়াছ।

তৎপরে মৌলবী বাবর আলী সাহেব বলিলেন, এই মেশকাত কেতাব, ইহার উপক্রমণিকায় হানাফী মাওলানা আবদুল হক মোহাদ্দেছ দেহলবী সাহেব বলিয়াছেন, সমস্ত বিদ্বান্ বলিয়াছেন যে, ছয়খানা কেতাব সহিহ, তন্মধ্যে সহিহ্ বোখারি সর্ব্বোত্তম সহিহ্, তৎপরে সহিহ্ মোছলেম তৎপরে অবশিষ্ট চারিখানা হাদিসের কেতাব।

তখন মাওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন সাহেব দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, মাওলানা আবদুল হক মোহাদ্দেছ সাহেব বলিয়াছেন, অধিকাংশ বিদ্বান্ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, সমস্ত বিদ্বান্ এইরূপ মত প্রকাশ করেন নাই। মৌলবি বাবর আলি সাহেব আরবি ' ' 'জমহুর' শব্দের অর্থ 'সমস্ত' বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা ভুল কথা, ইহার অর্থ অধিকাংশ হইবে। যাহা হইক, ইহা কোরআন নহে, হাদিস নহে সাহাবাগণের এজমা নহে, ইহা ৬ শত বৎসরের পরের অধিকাংশ

বিদ্বানের মত, ইহা কেয়াছ ব্যতীত আর কি?

আমরা সুন্নত জামায়াত সম্প্রদায়, আমরা কেয়াছকে শরিয়তের দলীল বলিয়া থাকি, কাজেই জগতের সমস্ত হাদিসের কেতাব যাহা বিদ্বানগণের কেয়াছের উপর সংস্থাপিত, আমাদের পক্ষে দলীল হইতে পারে, কিন্তু এই কেয়াছ অমান্যকারী মজহাব বিদ্বেষিদিগের পক্ষে তৎসমুদয়ের একখানা কেতাবও দলীল হইতে পারে না। তাঁহারা যেন বাহাছ কালে এরূপ কেয়াছের উপর সংস্থাপিত কোন হাদিছের কেতাব আমাদের সমক্ষে উপস্থিত না করেন। আমি সাধারণ মজহাব বিদ্বেষিগণকে বলিয়া দিতেছি যে, আপনাদের মৌলবিগণের মনোক্তি ফৎওয়া মান্য করিতে আল্লাহ ও রাছুল কোথায় বলিয়াছেন? যতক্ষণ আপনারা স্বমতাবলম্বী মৌলবিগণের নিকট হইতে ইহার প্রমাণ আদায় করিয়া লইতে না পারেন, ততক্ষণ তাঁহাদের ফৎওয়া মান্য করা হারাম জানিবেন।

তখন মৌলবি লোৎফর রহমান সাহেব বলিলেন, ইহা কিরূপে কেয়াছ হইবে।

দারোগা সহেব বলিলেন, হাঁ, হাদিছের সহিহ্ জইফ হওয়া কেয়াছ ও অনুমানের উপর নির্ভর করে এবং হাদিছের কেতাবগুলি কেয়াছের উপর সংস্থাপিত, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এমতাবস্থায় দারোগা বাবু বলিলেন, শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আসিয়াছেন।

মাওলানা মোহাম্মদ রুহোল আমিন সাহেব বলিলেন, কলিকাতা-মাদ্রাসার প্রিন্‌ছিপাল শালিষ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, আর এই ভদ্রলোকটী কি কোরআন ও হাদিছ বুঝিতে ও বুঝাইতে পারেন যে শালিষ হইবেন?

স্বয়ং দারোগা সাহেব বলিলেন, না ইনি ত শালিষ হইবেন না। তবে সভার মধ্যস্থলে ইহাকে স্থান দেওয়া যাইতে পারে ত?

মাওলানা মোহাম্মদ রুহল আমিন সাহেব বলিলেন, তিনি দর্শকরূপে বসিবেন, ইহাতে কোন আপত্তি হইতে পারে না। তৎপরে মাওলানা মোহাম্মদ রুহল আমিন সাহেব বলিলেন, এক্ষণে মজহাব মান্য করার দলীল শুনুন;—

মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ মোহাদ্দেছ দেহলবী (রঃ) তফছিরে-আজিজির ১২৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

تفسیر عزیزی صفحـــه ۱۲۸ :—

آنانکه اطاعت آنهـــا بحکم خدا فرض است شش گروه اند از انجمله پیغمبران اند ازان جمله مجتهدین شریعت و شیخ طریقت اند که حکم ایشان بطریق واجب مخیر لازم الاتباع است بر عوام امت زیراکه فهم اسرار شریعت و دقائق طریقت ایشان را میسر است فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون * الخ *

" খোদার হুকুম অনুযায়ী ছয় দল লোকের হুকুম মান্য করা ফরজ;— তন্মধ্যে এক দল পয়গম্বর, তন্মধ্যে শরিয়তের মোজতাহেদগণ(এমামগণ) ও তরিকতের পীরগণ একদল, তাঁহাদের কোন এক জনার হুকুম মান্য করা সাধারণ লোকের পক্ষে ওয়াজেব, কেননা শরিয়তের নিগূঢ় তত্ত্ব ও তরিকতের সূক্ষ্ম মর্ম্ম বুঝা তাঁহাদের পক্ষে সহজ হইয়াছিল, (ইহার প্রমাণ কোরআন মজিদের এই আয়ত)!—

فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمـــون *

"যদি তোমরা না জান, তবে আহলে-জেকরকে জিজ্ঞাসা কর।"

সুলতান, আমির, কাজী ও হিসাব পরীক্ষক একদল প্রজাদের

উপর দৈনন্দিন ঘটনা ও বিশিষ্ট বিশিষ্ট হিতজনক ব্যাপারে তাঁহাদের আদেশ নিষেধ পালন করা ওয়াজেব।

স্বামীর আদেশ পালন করা স্ত্রীর প্রতি ওয়াজেব।

পিতা মাতার আদেশ পালন করা সন্তানগণের প্রতি ওয়াজেব।

গোলামের প্রতি মনিবের আদেশ পালন করা ওয়াজেব।"

মাওলানা শাহ্ আবদুল আজিজ সাহেব কেবল হানাফিদিগের পরম গুরু নহেন, বরং তিন এই মজহাব বিদ্বেষী সম্প্রদায়ের পরম গুরু ছিলেন, যেহেতু এই দলের নেতা মাওলানা নজির হোছেন দেহলবী সাহেব ছিলেন, তাঁহার শিক্ষক মাওলানা ইছহাক সাহেব ছিলেন, তাঁহার শিক্ষক উক্ত মাওলানা শাহ্ আবদুল আজিজ দেহলবী (রঃ) ছিলেন।

সেই মাওলানা দেহলবী সাহেব বলিতেছেন যে, কোরআন সুরা নহল ও আম্বিয়ার আয়তে সপ্রমাণ হইয়াছে যে, সাধারণ লোকের পক্ষে এমামগণের মধ্যে কোন এক জনার হুকুম মান্য করা ফরজ ওয়াজেব।

মৌলবি বাবর আলি সাহেব দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন ঃ—

কোরশগণ বলিতেন, পয়গম্বরগণ মনুষ্য হইবেন কেন? তাঁহারা ফেরেশতা হইবেন, তদুত্তরে আল্লাহ্ এই আয়তে বলিতেছেন, আমি তোমাদের পূর্ব্বে মনুষ্যগণকে অহি সহ রাছুল করিয়া প্রেরণ করিয়াছিলাম, ইহা যদি তোমরা নাজান, তবে আহলে-জে করকে জিজ্ঞাসা কর আহলে-জেকর শব্দের অর্থ য়িহুদী ও খ্রীষ্টান পণ্ডিতগণ। এস্থলে মুসলমান এমামগণ বলিয়া কোন কথা নাই এই দেখুন হিন্দু গিরীশচন্দ্র সেন অনুদিত কোরআন শরিফের ৩৭৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন।

মাওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন সাহেব দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, আমরা এই আয়ত হইতে এমামগণের মজহাব মান্য করা

ফরজ ওয়াজেব হওয়ার দাবী করিতেছি, আর এই মজহাব বিদ্বেষী দল বলিতেছেন যে, এই আয়তে উহা সপ্রমাণ হয় না, এক্ষণে আপনারা দেখুন, কোরআন শরিফে ইহার কি মীমাংসা করা হইয়াছে ? প্রাচীন মহা মহা তফছির কারক বিদ্বান্ ইহার কি মীমাংসা করিয়াছেন ? এই দলের নেতারা বা ইহার কি মীমাংসা করিয়াছেন ?

এই আয়তে যে জেক্‌র শব্দ আছে, উহার অর্থ কোরআন। কোরআন মজিদের অনেক আয়তে কোরআন অর্থে জেক্‌র শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

সুরা হেজ্‌রের নিম্নোক্ত আয়তে জেক্‌রের অর্থ কোরআন ;—

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ سورة حجر *

"নিশ্চয় আমি জেক্‌র (কোরআন) নাজিল করিয়াছি এবং নিশ্চয় আমি অবশ্য উহার রক্ষক।"

আলোচ্য আয়তের শেষাংশে আছে,—

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ سورة نحل *

" এবং আমি তোমার উপর জেক্‌র (কোরআন) নাজিল করিয়াছি উদ্দেশ্য এই যে, তুমি লোকাদিগকে যাহা তাহাদের উপর নাজিল করা হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিয়া দিবে।"

এই স্থলে জেক্‌রের অর্থ কোরআন। তফছিরে এবনো-জরির, ১৪/৬৮/৬৯ পৃষ্ঠাঃ—

تفسير ابن جرير ٦٨/٦٩ صفحه
١٤ جلد

عن ابي جعفر فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون قال نحن اهل الذكر قال ابن زيد الذكر القرآن و قرأ ان نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون •

"আবুজা'ফর (ছাদেক) আলোচ্য আয়তের তফছিরে বলিয়াছেন, আমরা আহলোজ্জেক্র। এবনো-জয়েদ বলিয়াছেন, জেক্র শব্দের অর্থ কোরআন এবং তিনি ইহার প্রমাণে সুরা হেজ্রের উল্লিখিত আয়তটী পাঠ করিলেন।

তফছিরে রুহোল-মায়ানি, ৪/৩৭৮ পৃষ্ঠা;—

و انا اقول يجوز ان يراد من اهل الذكر اهل القرآن و قال الرماني و الزجاج و الازهري المراد باهل الذكر علماء اخبار الامم السابقة كائنا من كان فالذكر بمعني الحفظ كانه قيل اوسألوا المطلعين على اخبار الامم ليعلموا كم بذلك - تفسير روح المعاني ٣٧٨/٤ •

"আমি বলিতেছি, আহলোজ্জেকর শব্দের অর্থ আহলোল-কোরআন হইতে পারে। রোম্মানি, জাজ্জাজ ও আজহারি বলিয়াছেন, আহলোজ্জেকর শব্দের অর্থ প্রাচীন উম্মতগণের ইতিহাস তত্ত্ববিদ্ - তিনি যে সম্প্রদায়ের হউন না কেন, এসূত্রে জেক্র শব্দের অর্থ স্মরণ রাখা হইবে। যেন (এস্থলে) বলা হইয়াছে, তোমরা প্রাচীন লোকদের ইতিহাস তত্ত্ববিদ্গণকে জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলে তাহারা তোমাদিগকে ইহা শিক্ষা দিবেন।"

আর যদি আমরা স্বীকার করিয়া লই যে, আহলোজ্জেকর শব্দের অর্থ য়িহুদী ও খ্রীষ্টান্ পণ্ডিতগণ, তবে আমরা বলি, ওছুলেফেক্‌হে উল্লিখিত আছে;—

اَلْعِبْرَةُ لِعُمُوْمِ اللَّفْظِ لَالِخُصُوْصِ السَّبَبِ *

"একটি শব্দ বিশিষ্ট উপলক্ষ্যে নাজিল হইলেও উহার প্রতি লক্ষ্য করা যাইবে না, বরং উক্ত শব্দের সাধারণ মর্ম্ম গ্রহণীয় হইবে।"

ইহা এরূপ সর্ব্ববাদী সন্মত যে, ইহাতে কাহারও মতভেদ হইতে পারে না।

এমাম নবাবী সহিহ মোছলেমের টীকার ১/৩৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

" কোরআন শরিফের কতক স্থলে (হজরত) নবি (ছাঃ) কে উপলক্ষ্য করিয়া কোন হুকুম করা হইয়াছে, কিন্তু উক্ত হুকুম সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপক হইবে।"

কোরআন সুরা মায়েদা;—

ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون سورۂ مائدہ *

"এবং যাহারা আল্লাহ যাহা নাজিল করিয়াছেন তদনুযায়ী হুকুম না করে, তাহারাই দুষ্ক্রীয়াশীল।"

এই আয়তটী খ্রীষ্টান বিদ্বান্‌গণের উপলক্ষ্যে নাজিল হইয়াছিল, কিন্তু এমাম বোখারি সহিহ্ বোখারির ২/১০৫৭ পৃষ্ঠায় উক্ত আয়তটী মুসলমান কাজি ও বিচারপতি সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন, এইজন্য এমাম এবনো হাজার আস্কালানি ফৎহোল-বারি টীকার ত্রয়োদশ খণ্ডের ৯৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

و يظهر ان يقال ان الايات و ان كان سببها اهل الكتاب و لكن عمومها تيناول غيرهم - فتح الباري ٧٨/١

"স্পষ্ট কথা এই যে, আয়ত সকল য়িহুদী ও খ্রীষ্টানগণের উপলক্ষ্যে নাজিল হইলেও তৎসমস্তের সাধারণ মর্ম্ম তদ্ব্যতীত অন্য সম্প্রদায়ের (মুসলমানগণের) জন্য ব্যাপক হইবে।"

এই মজহাব বিদ্বেষী দলের প্রধান নেতা নবাব ছিদ্দিক হাছান সাহেব রওজা নাদিয়ার ৩০৯ পৃষ্ঠায় এইমত স্বীকার করিয়াছেন।

ইহার বিবরণ বোরহানোল-মোকাল্লেদীন কেতাবের দ্বিতীয় সংস্করণের ৫২/৫৫ পৃষ্ঠায় বিস্তারিতরূপে লিখিত হইয়াছে।

শ্রোতাবৃন্দ, আলোচ্য সুরা নহল ও আম্বিয়ার আয়তটী য়িহুদী ও খ্রীষ্টান্ বিদ্বান্গণের উপলক্ষ্যে নাজিল হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও উহার ব্যাপক অর্থ গ্রহণীয় হইবে। উহার ব্যাপক অর্থ এইরূপ হইবে, "সাধারণ লোকে শরিয়তের কোন মস্লা অজ্ঞাত হইলে, এমাম মোজতাহেদগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া আমল করিবে।"

এক্ষণে প্রাচীন তফসিরকারক বিদ্বান্গণ এই ব্যাপক অর্থ গ্রহণীয় হওয়া সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন, তাহা আপনারা স্থিরচিত্তে শ্রবণ করুন।

কাজি নাছেরদ্দীন বয়জবী (যিনি ৬৮২ হিজরীতে এন্তেকাল করেন) তফসিরে বয়জবীর ৩।১৮২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

وفي الاية دليل على وجوب المراجعة الى العلماء فيما لا يعلم - تفسير بيضاوى ١٨٢/٣

'উপরোক্ত আয়তে সপ্রমাণ হয় যে, অজ্ঞাত বিষয়ে বিদ্বান্গণের শরনাপন্ন হওয়া ওয়াজেব।"(১)

আল্লামা শেহাবদ্দিন সৈয়দ মোহাম্মদ আলুছি (যিনি সুলতান আবদুল মজিদ খাঁ সাহেবের জামানায় বগদাদের মুফতি ছিলেন বিরাট তফসিরে-রুহোল-মায়ানির ১।৩৫৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

اما اتباع الغير في الدين بعد العلم بدليل ما انه محق فاتباع في الحقيقة لما انزل الله تعالى و ليس من التقليد المذموم في شيء و قد قال سبحانه فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ـ تفسير روح المعاني ٣٥٦/١ *

"কিন্তু দীন সম্বন্ধে অন্যের মতাবলম্বন করা কোন দলীলে তাঁহার সত্যপরায়ণ হওয়া জানিবার পরে, উহা প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্ যাহা নাজিল করিয়াছেন তাহার পয়রবি করা হইবে, ইহা কোন সূত্রে

---

(১) উক্ত তফসির, ১।২০৯।২১০ পৃষ্ঠা;—

و اتباع الغير في الدين اذا علم بدليل ما انه محق كا لانبياء و المجتهدين في الاحكام فهو في الحقيقة ليس بتقليد بل اتباع لما انزل الله تعالى ـ تفسير بيضاوى ٢٠٩/٢١٠/١ *

'দীন সম্বন্ধে অন্যের মতাবলম্বন করা যদি কোন দলীলে তাহার সত্যপরায়ণতা অবগত হওয়া যায়, যেরূপ নবিগণ ও (শরিয়তের) আহ্কামের মোজতাহেদগণ (এমামগণ), তবে উহা প্রকৃতপক্ষে তকলীদ নহে, বরং আল্লাহ্ যাহা নাজিল করিয়াছেন, তাহার অনুসরণ (তাবেদারি) করা হইবে।"

নিষিদ্ধ 'তকলিদ' নহে। (ইহার প্রমাণ এই যে,) নিশ্চয় আল্লাহ পাক

বলিয়াছেন,—"যদি তোমরা না জান, তবে আহলে-জ্জেকর'কে জিজ্ঞাসা কর।"

আরও উক্ত তফসির, ৪।৩৭৭।৩৭৮ পৃষ্ঠা;—

واستدل بها على وجوب المراجعة للعلماء فيما لا يعلم -

روح المعاني ٣٧٧/٣٧٨ / ٤ *

"উপরোক্ত আয়তে দলীল গ্রহণ করা হইয়াছে যে, যে বিষয় না জানা যায়, তাহার সম্বন্ধে বিদ্বান্‌গণের নিকট জিজ্ঞাসা করা ওয়াজেব।"

আল্লামা এছমাইল হক্কী আফেন্দি সাহেব তফছির রুহোল-বায়ানের ২।৩৪৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

في الاية اشارة الى وجوب المراجعة الى العلماء فيما لا يعلم و سئل الامام الغزالى رحمة الله عليه من اين حصل لك الاحاطة بالعلوم اصولها و فروعها فتلا هذه الاية اى افادان ذلك العلم الكلى انما حصل بلستعلام المجهول من العلماء و ترك العار - تفسير روح البيان ٣٣٩ / ٢ *

"উপরোক্ত আয়তে ইহাই ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে অজ্ঞাত বিষয়ে আলেমগণের শরণাপন্ন হওয়া ওয়াজেব।" এমাম গাজালি (রঃ) জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন যে, তিনি কোথা হইতে ওছুল ও ফরুয়াত সংক্রান্ত এলমগুলির পূর্ণ আয়ত্ব করিয়াছেন ? ইহাতে তিনি উক্ত আয়তটী পাঠ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ প্রকাশ করিলেন যে, (উক্ত আয়তের অনুসরণ করায়) অজ্ঞাত বিষয়ে আলেমের নিকট জিজ্ঞাসা করার ও লজ্জা ত্যাগ করার জন্য এইরূপ পূর্ণজ্ঞান লাভ হইয়াছিল।" (১)

এমাম ফখরদ্দিন রাজি (যিনি ৬০৬ হিজরীতে মৃত্যুমুখে পতিত হন) তফসির কবিরের ৫।৩২১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

اختلف الناس في انه هل يجوز للمجتهد تقليد المجتهد منهم من حكم بالجواز فقال ان لم يكن احد المجتهدين عالما

---

(১) আরও ২।৫০১ পৃষ্ঠা;—

و رئيس اهل الذكر الصوفية الحنفية هو الامام الا عظم الا كمل و رئيس أهل الذكر الصوفية الشافعية و هو الامام الشافعي الا كمل و رئيس اهل الذكر الصوفية الحنبلية هو الامام الحنبلي التقى و رئيس اهل الذكر الصوفية المالكية هو الامام مالك الذكي و هؤلاء الائمة العظام كالخلفاء الاربعة الفخام كالنجوم بل كالاقمار بل كالشموس با يهم اقتدى السالك اهتدى الى الحق المبين و هم لدين الحق كالاركان الاربعة للبيت و هم ايضا من سائر الا قطاب و الاولياء كالعرش و الشمس من الافلاك و النجوم و ليس لغيرهم ممن بعدهم الى يوم القيمة بدون الاقتداء بهم اهتداء الى طريق الجنة و الرؤية و من اهتدى بهم في الشريعة و الطريقة و الحقيقة و علم علومهم و عمل اعمالهم و تأدب بادابهم علي مذهب ايهم كان بحسب و سعه فلاشك انه اقتفى اثر رسول الله عليه السلام و من لم يقتد بهم في ذلك فلاشك انه ضل عن اثر الرسول و حرم عن دائرة القبول - تفسير روح البيان $\frac{501}{2}$

"আহলে জেকর সুফী হানাফিদিগের অগ্রণী মহামতি এমাম আজম (রঃ)। আহলে-জেকর সুফী শাফেয়িদিগের অগ্রগন্য মহামতি এমাম শাফেয়ী (রঃ)। আহলে জেকর সুফী হাম্বলীদিগের নেতা ধার্ম্মিক প্রবর এমাম হাম্বলী (রঃ)।

وجب عليه الرجوع الى المجتهد الاخر الذي عالما لقوله تعالى. فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ، تفسير كبير ٣٢١ *

"একজন মোজতাহেদের পক্ষে অন্য মোজতাহেদের তকলীদ (মতাবলম্বন) করা জায়েজ হইবে কিনা, ইহাতে লোকেরা (বিদ্বানগণ) মতভেদ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে একদল (উহা) জায়েজ হওয়ার হুকুম দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, যদি মোজতাহেদগণের মধ্যেএকজন (কোন বিষয়) অবগত না থাকেন, তবে তাঁহার পক্ষে অন্য যে মোজতাহেদ (উহা) অবগত থাকেন, তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করা ওয়াজেব হইবে, কেননা আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন যদি তোমরা না জান, তবে আহলে-জেকরকে জিজ্ঞাসা কর।"

উক্ত এমাম রাজি উল্লিখিত তফসিরের ৩।২৮০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

আহলে জেকর সুফী মালেকিদিগের নেতা নিষ্ঠাবান্ এমাম মালেক (রঃ)। এই মহা মহা চারি এমাম মহিমান্বিত চারি খলিফার ন্যায় নক্ষত্র তুল্য, বরং চন্দ্রতুল্য, বরং সূর্য্যতুল্য ছিলেন। তরিকত প্রার্থী ব্যক্তি এমাম চতুষ্টয়ের যে কোন এক এমামের অনুসরণ (তাবেদারি) করিবে, প্রকাশ্য সত্য পথ পাইবে; তাঁহার সত্য ধর্ম্ম গৃহের চারিটী স্তম্ভের তুল্য ছিলেন। আরও তাহারা সমস্ত কেতব ও অলীর মধ্যে

আরশ, আকাশের সূর্য্য ও নক্ষত্রের তুল্য ছিলেন। কেয়ামত অবধি তাঁহাদের পরবর্ত্তী লোকদিগের পক্ষে তাঁহাদের পয়রবি করা ব্যতীত বেহেশ্‌তের পথ প্রাপ্তি ও খোদাতায়ালার দর্শন লাভ সম্ভব হইবে না) যে ব্যক্তি তাঁহাদের কোন একজনার মজহাবে থাকিয়া সাধ্যানুযায়ী শরিয়ত তরিকত, হকিকতে তাঁহাদের পয়রবি করিবে, তাঁহাদের এলম শিক্ষা করিবে ও আমল করিবে এবং তাহাদের রীতি-নীতি অবলম্বন করিবে, নিশ্চয় সে ব্যক্তি হজরত নবি (সাঃ) এর পদানুসরণ করিবে। আর যে ব্যক্তি উল্লিখিত বিষয়ে তাঁহাদের পয়রবি করিবে না, সে ব্যক্তি হজরত নবি (ছাঃ) এর পথ ত্যাগ করিয়া ভ্রান্ত হইবে এবং কবুলের সীমা হইতে দূরে পড়িবে।

الاية دالة على امور (احدها) ان فى احكام الحوادث مالايعرف بالنص بل بالاستنباط (و ثانيها) ان الاستنباط حجة (و ثالثها) ان العامي يجب عليه تقليد العلماء فى احكام الحوادث - تفسير كبير ٢٨٠/٣ *

"উক্ত আয়তে কয়েকটি বিষয় সপ্রমাণ হয়, — প্রথম এই যে কতকগুলি ঘটনার আহকাম (ব্যবস্থা) এরূপ আছে যাহা স্পষ্ট দলীল দ্বারা অবগত হওয়া যায় না, বরং এজতেহাদ (কেয়াছ) দ্বারা (অবগত হওয়া যায়)। দ্বিতীয় এজতেহাদ একটী দলীল তৃতীয় সাধারণ লোকের পক্ষে উপস্থিত ঘটনাবলীর আহকাম সম্বন্ধে আলেমগণের (এজতেহাদ শক্তিসম্পন্ন বিদ্বান্‌গণের) তকলীদ (মতাবলম্বন) করা ওয়াজেব।"

আল্লামা নেজামদ্দিন তফছিরে নায়ছাপুরির ১৪।৬৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

قوله فاسئلوا اهل الذكر قال بعض الا صوليين فيه دليل على انه يجوز للمجتهد تقليد مجتهد آخر فيما يشتبه عليه -تفسير نيسابوري ٦٨/١٤ *

"কতক অছুল-তত্ত্ববিদ্ বিদ্বান বলিয়াছেন, উক্ত সুরা নহলের আয়তে সপ্রমাণ হয় যে, যে বিষয়ের ব্যবস্থা স্থির করা সঙ্কট হয়, তদ্বিষয়ে একজন মোজতাহেদের পক্ষে দ্বিতীয় মোজতাহেদের তকলীদ করা জায়েজ হইবে।"

হাফেজে হাদিস এমাম এসমাইল বেনে ওমার কোরাএশী দামেশকী (যিনি ৭৭৪ হিজরীতে এন্তেকালে করেন) তফসিরে এবনো-কছিরের ৩।১৩০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

و قال تعالى لولا ينهاهم الربانيون و الا حبار عن قولهم الاثم و اكلهم السحت و قال تعالى فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون و في الحديث الصحيح المتفق على صحته عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه قال من اطاع اميري فقد اطاعني و من عصى اميرى فقد عصاني فهذه او امر بطاعة العلماء و الامراء - تفسير ابن كثير ١٣٠/٣ *

আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেয়ন, — "বিদ্বান্‌গণ ও দরবেশগণ কেন তাহাদিগকে তাহাদের গোনাহ সূচক কথা ও হারাম ভক্ষণ হইতে নিষেধ করিলেন না?" আর আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন,—"যদি তোমরা না জান, তবে আহলে-জেকরকে জিজ্ঞাসা কর।" (হজরত)

নবি (সাঃ) এর একটী সহিহ হাদিস যাহার সত্যতা বোখারী ও মোসলেম কর্ত্তৃক সমর্থিত এবং (হজরত) আবু হোরায়রা (রাঃ) কর্ত্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে এই;— "নিশ্চয় হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার আমিরের আদেশ পালন করিল, অবশ্য সে ব্যক্তি আমার আদেশ পালন করিল, আর যে ব্যক্তি আমার আমিরের আদেশ অমান্য করিল, সে ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধতাচরণ করিল। এই সমস্ত আলেমগণের ও আমিরগণের হুকুম মান্য করা সংক্রান্ত আদেশ সূচক আয়ত ও হাদিস।"

এমাম এবনো-আবদুল-বার্র 'জামেয়োল এলমে'র ১৭১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

ولم يختلف العلماء ان العامة عليها تقليد علمائها وانهم المرادون بقول الله جل وعز فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون واجمعوا على ان الاعمى لابد له من تقليد غيره ممن يثق بميزه بالقبلة اذا اشكلت عليه فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى مايدين به لابد له من تقليد عالمه - جامع العلم ١٧١ •

"সাধারণ লোকের পক্ষে আলেমগণের তকলিদ করা ওয়াজেব এবং যদি তোমরা না জান, তবে আহলে-জেকরকে জিজ্ঞাসা কর। আল্লাহতায়ালার এই কথায় লক্ষ্যস্থল তাহারাই হইবে, ইহাতে বিদ্বানগণের মতভেদ নাই। বিদ্বানগণ এজমা করিয়াছেন যে, যে অন্ধের পক্ষে কেবলা নির্ণয় করা অসাধ্য হইয়া পড়ে, তাহার পক্ষে যেরূপ বিশ্বাসযোগ্য লোকের তকলিদ (মতাবলম্বন) করা ওয়াজেব, সেইরূপ ধর্ম্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ লোকের পক্ষে তৎসংক্রান্ত আলেমের তকলীদ করা

ওয়াজেব।"

একদোল-জিদ, ৯২ পৃষ্ঠা;—

بل الدليل اقتضاء العمل بقول المجتهد فيما احتاج اليه: قوله تعالى فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون - عقد الجيد ٩٢ *

"যদি তোমরা না জান, তবে আহলে-জেকর'কে জিজ্ঞাসা কর।" আল্লাহতায়ালার এই কথায় সপ্রমাণ হয় যে, আবশ্যকীয় বিষয়ে মোজতাহেদের মত অনুযায়ী আমল করা জরুরি।"

ফওয়াএদে-মক্কিয়া, ৫৮ পৃষ্ঠা।"

و العامي في عرفهم كل من لايتمكن من ادراك الاحكام الشرعية من الادلة ولا يعرف طرقها فيجوز له التقليد بل يجب عليه التقليد بدليل قوله تعالى فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون و اما العالم الذي لايبلغ رتبة الاجتهاد فهو كالعامي في وجوب التقليد - فوائد مكيه ٥٨

" যে ব্যক্তি দলীল সমূহ হইতে শরিয়তের আহকাম অবগত হইতে অক্ষম এবং তৎসমস্তের নিয়ম কানুন অবগত নহে, বিদ্বানগণের মতে সেই ব্যক্তি আ'মলোক বলিয়া গণ্য, তাহার পক্ষে তকলীদ করা জায়েজ বরং ওয়াজেব, ইহার দলীল কোরআন শরিফের এই আয়ত,— "যদি তোমরা না জান, তবে আহলে-জেকরকে জিজ্ঞাসা কর।" আর যে আলেম এজতেহাদের দরজা প্রাপ্ত না হইয়াছে, তাহার পক্ষে অ'াম লোকের ন্যায় তকদীল করা ওয়াজেব।"

ওছুলে-আমাদি, ৩০৬।৩০৭ পৃষ্ঠা;—

العامي و من ليس له اهلية الاجتهاد و ان كان محصلا لبعض العلوم المعتبرة فى الاجتهاد يلزمه اتباع قول المجتهدين و الاخذ بفتواه و يدل عليه النص و الاجماع اما النص فقوله تعالى فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون - ٣٠٧/٣٠٦ *

"আ'ম লোকের পক্ষে এবং যে ব্যক্তি এজতেহাদের যোগ্যতা লাভ করে নাই, যদিও তৎসংক্রান্ত কতক এলম শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তবু তাহার পক্ষে মোজতাহেদগণের মতের তাবেদারি করা ও তাঁহাদের ফৎওয়া গ্রহণ করা ওয়াজেব।" ইহার প্রমাণ এজমা ও কোরআনের এই আয়ত; "যদি তোমরা না জান, তবে আহলে-জেকরকে জিজ্ঞাসা কর।"

তকরির-শরহে-তহরির, ৩।৩৪৪ পৃষ্ঠা;—

غير المجتهد المطلق يلزمه عند الجمهور التقليد و ان كان مجتهدا في بعض مسائل الفقه او بعض العلوم و هو الحق - لنا عموم قوله تعالى فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون -

تقرير شرح تحرير ٣٤٤/٣ *

" যে ব্যক্তি মোজতাহেদ মোতলাক না হয়, যদিও সে ব্যক্তি ফেকহের কতক মসলায় বা কতক এলমে মোজতাহেদ না হয়, তবু অধিকাংশ বিদ্বানের মতে তাহার পক্ষে তকলিদ করা ওয়াজেব, ইহাই সত্য মত। আমাদের দলীল কোরআনের এই আ'ম আয়ত,—'যদি তোমরা না জান, তবে আহলে-জেকরকে জিজ্ঞাসা কর।

মোছাল্লামের টীকা, ৬৬২ পৃষ্ঠা;—

غير المجتهد المطلق ولو عالما يلزمه التقليد (الى) و استدل على المختار بقوله تعالى فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون - شرح مسلم الثبوت ٦٦٢ *

" যে ব্যক্তি মোজতাহেদ মোতলাক না হয়, তবু তাহার পক্ষে তকলিদ করা ওয়াজেব। এই মনোনীত মতের জন্য নিম্নোক্ত আয়তটী দলীলরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে;— ''যদি তোমরা না জান তবে আহলে-জেকরকে জিজ্ঞাসা কর।''

তওজিহ, ৩০০ পৃষ্ঠা;—

وان لم يكونوا مجتهدين ولم يعلم الحكم المذكور يجب عليهم السوال من اهل العلم و الاجتهاد لقوله تعالى فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون . توضيح ٣٠٠

''যদি উক্ত আমিরগণ মোজতাহেদ না হন এবং উল্লিখিত হুকুমটী অজ্ঞাত হয়, তবে তাঁহাদের পক্ষে আলেম মোজতাহেদগণের নিকট জিজ্ঞাসা করা ওয়াজেব হইবে, ইহার প্রমাণ এই আয়ত;— ''যদি তোমরা না জান, তবে 'আহলে-জেকর'কে জিজ্ঞাসা কর।''

নেহাইয়াতোল-ছাউল, ৩।৩৩৯ পৃষ্ঠা;—

احدها قوله تعالى فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون فانه يدل على جواز السؤال لمن لايعلم سواء كان مجتهدا او غيره مجتهد و المجتهد قبل اجتهاده غير عالم فوجب ان يجوز له ذلك - نهاية السول ٣٣٩/٣

''প্রথম দলীল কোর-আনের আয়ত— ''যদি তোমরা না জান, তবে আহলে- জেকরকে জিজ্ঞাসা কর।'' এই আয়তে সপ্রমাণ হয়

যে, যে ব্যক্তি (কোন বিষয়) না জানে, মোজতাহেদ হউক, আর নাই হউক, তাহার পক্ষে জিজ্ঞাসা করা জায়েজ, মোজতাহেদ এজতেহাদ করার পূর্ব্বে (উক্ত বিষয়ের) আলেম নহেন, কাজেই তাহার পক্ষে জিজ্ঞাসা করা জায়েজ হওয়া সপ্রমাণ হইল।"

ফাছল-ফিল-মেলাল, ৪।৬১ পৃষ্ঠা,—

ومن بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان له امرا من الحكم مجمــلا ولم يبلغه نصه ففرض عليه اجتهاد نفسه في طلب ذلك الامر والا فهو عاص الله عز وجل قال الله تعالى فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون - فصل في الملل لابن حزم ٦١/٤ •

" যে ব্যক্তি রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) হইতে এই সংবাদ প্রাপ্ত হয় যে, তাহার সম্বন্ধে উক্ত হজরতের কোন অস্পষ্ট হুকুম আছে এবং তাঁহার স্পষ্ট হুকুম অবগত হইতে না পারে, তাহার পক্ষে উক্ত হুকুম প্রাপ্তির জন্য সাধ্য সাধনা করা ফরজ। যদি সে ব্যক্তি সাধ্য সাধনা না করে, তবে আল্লাহতায়ালার হুকুম অমান্যকারী হইবে, আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন,—"যদি তোমরা না জান, তবে আহলে- জেকেরকে জিজ্ঞাসা কর।"

শাএখ-জাদা, ১।৪৭৮ পৃষ্ঠাঃ—

قال القرطبى فرض العامي الذي لا يستقل باستنباط الاحكام من اصولها لعدم اهلية له فيما لا يعلمه من امردينه و يحتاج اليه ان يقصد اعلم من في زمانه ببلده فيساله عن نازلته و يمتثل فيها

فتواه لقوله تعالى فاسئلوا اهل الذكران كنتم لا تعلمون - شيخ زاده $\frac{٥٧٨}{١}$ *

" কোরতবি বলিয়াছেন, যে আ'ম লোক দীন সংক্রান্ত যে বিষয় অজ্ঞাত থাকে উহা অবগত হওয়া তাহার পক্ষে জরুরি হয় এবং নিজের অযোগ্যতা হেতু দলীল সমুহ হইতে আহকাম আবিষ্কার করিতে স্বাধীন (সক্ষম) না হয়, তাহার পক্ষে নিজ শহরের স্বসময়ের শ্রেষ্ঠতম আলেমের নিকট উপস্থিত হইয়া উপস্থিত ঘটনার ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করা এবং তৎসম্বন্ধে তাঁহার ফৎওয়া মান্য করা ফরজ, ইহার দলীল কোর আন শরিফের এই আয়ত,—"যদি তোমরা না জান, তবে আহলে-জেকরকে জিজ্ঞাসা কর।"

মজহাব বিদ্বেষিগণের নেতা সৈয়দ নাজির হোছাএন সাহেব ফাতাওয়ায়-নজিরিয়ার ১।৯৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

جاهل نا واقف پر بمقتضای لوكنا نسمع او نعقل ماكنا في اصحاب السعير الاية فاسئلوا اهل الذكران كنتم لا تعلمون وغيرها من الايات مسائل كا پوچهنا او سيكهنا شرعا فرض و واجب هے يعنے هر جاهل لا علمی كے وقت كسي عالم اهل الذكر سے كيونكه اهل الذكر عند التحقيق عام هے و اعلم ان كلا من المجتهدين و العلماء الكاملين من اهل الذكر الذين و جب سوالهم و اتباعهم لمن لم يصل الى درجة النظر و الاستدلال - فتاوى نذيرية سيد نذير حسين $\frac{٩٦}{١}$ *

(১) ''যদি আমরা শুনিতাম কিম্বা বুঝিতাম, তবে দোজখবাসিদিগের অন্তর্গত হইতাম না।'' (২) ''যদি তোমরা না জান, তবে 'আহলে-জেকর'কে জিজ্ঞাসা কর।'' ইত্যাদি আয়তগুলির মর্ম্মানুসারে নিরক্ষর অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে মস্‌লা সমূহ জিজ্ঞাসা করা ও শিক্ষা করা শরিয়ত অনুযায়ী ফরজ ওয়াজেব, অর্থাৎ প্রত্যেক নিরক্ষরকে অজানিত অবস্থায় কোন আহলে-জেকর আলেমের নিকট (জিজ্ঞাসা করা ওয়াজেব), কেননা প্রকৃত পক্ষে আহলে-জেকর একটী আ'ম শব্দ। তুমি জানিয়া রাখ যে, প্রত্যেক মোজতাহেদ ও শীর্ষস্থানীয় আলেম আহলে-জেকর নামে অভিহিত যে ব্যক্তি এজতেহাদের দরজায় উপস্থিত না হইয়াছে, তাহার পক্ষে উক্ত আহলে- জেকরের নিকট জিজ্ঞাসা করা ও তাহাদের তাবেদারি করা ওয়াজেব।''

ফৎহোল-কদির, ৩।২৫০পৃষ্ঠা;—

الدليل المقتضى العمل بقول المجتهد فيما احتاج اليه بقوله تعالى فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون - فتح القدير ٢٥٠/٣ •

''আবশ্যকীয় বিষয়ে মোজতাহেদের মতানুযায়ী আমল করা দলীলে সপ্রমাণ হয়, উক্ত দলীল এই আয়ত;— ''যদি তোমরা না জান, তবে আহলে-জেকরকে জিজ্ঞাসা কর।''

কাজি শওকানি নয়লোল-আওতার'এর ৮।৩২৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

سبب تخصيصه لبوث الامر بالسؤال عما يحتاج اليه لقوله تعالى فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فمن سأل عن نازلة وقعت له الضرورة اليها فهو معذور فلا اثم عليه ولا عتب - نيل الاوطار قاضي شوكاني ٣٢٦/٨ •

"উক্ত হাদিছটীর বিশিষ্ট (খাস) অর্থ গ্রহণ করার কারণ এই যে, আবশ্যকীয় বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার হুকুম সপ্রমাণ হইয়াছে, কেননা আল্লাতায়ালা বলিয়াছেন, ''যদি তোমরা না জান, তবে ''আহলোজ্জেকর'কে জিজ্ঞাসা কর।'' যে ব্যক্তি জরুরি ঘটনার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, তাহার আপত্তি গ্রহনীয় হইবে, তাহার কোন দোষ নাই বা সে ব্যক্তি অপরাধী নহে।''

তাজকিরোল এখওয়ান, ১৮৬ পৃষ্ঠা,—

مگر هاں قرآن و حديث كي بات جو جانتا نه هو وه ان واقف کار لوگوں سے دریافت کرلے که یه بهي الله تعالى هي کا حکم هے فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون - تذكير الاخوان ۱۸۶ *

"অবশ্য যে ব্যক্তি কোরাণ ও হাদিছের কথা না জানে, সে ব্যক্তি অভিজ্ঞ লোকদের (আলেমগণের) নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লইবে, ইহাও আল্লাহতায়ালার হুকুম। 'যদি তোমরা না জান, তবে আহলে জেকরকে জিজ্ঞাসা কর।''

মজহাব বিদ্বেষীদলের নেতা মাওলানা ছানাউল্লাহ্ পানিপাতি 'এজতেহাদ ও তকলিদের' ৪৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

یه امر با لکل صاف اور ظاهر هے که جو شخص علم نه رکهتا هو وه علمدار کي پیروی کرے قرآن شریف میں ارشاد هے فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات و الزبر ●

'ইহা অতি স্পষ্ট কথা যে, যে ব্যক্তি এলম জানে না, সে ব্যক্তি আলেমের পয়রবি করিবে, কোরআন শরিফে আছে, যদি

তোমরা না জান তবে আহলে জেকরকে জিজ্ঞাসা কর।”

মৌলবি বাবর আলী সাহেব দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেনঃ—

ইহা এমাম জালালুদ্দিন ছিউতির তফছিরে-জালালা এন, যাহা পাঠ্য পুস্তক রূপে পরিণত হইয়াছে, উহাতে আহলে-জেকরের অর্থ এমাম মোজতাহেদগণ বলিয়া লিখিত হয় নাই।

হজরত নবি (ছাঃ) আহলোজ্জেকরের অর্থ এমাম মোজতাহেদগণ বলিয়া প্রকাস করেন নাই। আর এই সমস্ত তফছিরে কোরআন ও হাদিছের খেলাফ কথা লিখিত আছে, কাজেই আমরা তৎসমুদয় মান্য করি না।

মাওলানা রুহল আমিন সাহেব বলিলেন;—

ইনি তফছিরে জালালএনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু এই তফছির খানি অতি সংক্ষিপ্ত, ইহাতে প্রত্যেক বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ নাই। কোরআন শরিফের আয়ত সমূহের অনেক তফছির হাদিছের কেতাব সমূহে আছে, যাহা এই তফছিরে-জালালএনে নাই, ইহাতে প্রতিপক্ষগণ বলিবেন কি যে, হাদিছ গ্রন্থগুলির তফছির সমূহ বাতীল?

এই তফছিরে-জালালাএনের অর্দ্ধেকাংশের প্রণেতা এমাম জালালুদ্দীন মোহাল্লী। এক্ষণে তাঁহারা উভয়ে আহলে-জেকরের অর্থ কি লিখিয়াছেন, তাহাও শুনুন;—

তফছিরে-রুহোল মায়ানি, ৪।৩৬৭।৩৭৮ পৃষ্ঠা;—

وفي الاكليل للجلال السيوطى انه استدل بها على جواز تقليد العامي في الفروع - نقل عن الجلال المحلى انه يلزم غير المجتهد عاميا كان او غيره التقليد للمجتهد لقوله تعالى فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون تفسير روح المعاني ٣٧٧/٣٧٨ ٤ *

"জালালুদ্দিন ছিউতির একলিলে আছে, তিনি ফরুয়াত মাসায়েলে সাধারণ লোকের পক্ষে তকলীদ করা জায়েজ হওয়া সম্বন্ধে উক্ত আয়তটীকে দলীলরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।"

জালালুদ্দীন মোহাল্লী হইতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি মোজতাহেদ না হয় — নিরক্ষর হউক, আর নাই হউক, তাহার পক্ষে মোজতাহেদের (এমামের) তক্‌লীদ (মতাবলম্বন) করা ওয়াজেব (ফরজ) ইহার প্রমাণ এই যে, আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, "যদি তোমরা না জান,তবে আহলে-জেকরকে জিজ্ঞাসা কর।"

আরও উক্ত জালালুদ্দীন ছিউতি তফছিরে-দোর্রোল-মনছুরের ৪।১১৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

اخرج ابن ابى حاتم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ان الرجل ليصلي و يصوم و يحج و يعتمر و انه لمنافق قيل يا رسول الله بماذا دخل عليه النفاق قال قال يطعن على امامه من قال الله في كتابه فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون و اخرج ابن مردويه عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ينبغي للعالم ان يسكت على علمه ولا ينبغي للجاهل ان يسكت على جهله و قد قال الله تعالى فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون -

تفسير در منثور ١١٩/٤ •

এবনো-আবি হাতেম উল্লেখ করিয়াছেন, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয়ই এক ব্যক্তি নামাজ পড়িয়া থাকে, রোজা রাখে, হজ্জ ও ওমরা করিয়া থাকে, ইহা সত্ত্বেও নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি মোনাফেক। কেহ বলিল, ইয়া রাছুলাল্লাহ, কিরূপে তাহার মধ্যে

মোনাফেকী প্রবেশ করিল ? হজরত বলিলেন, সে ব্যক্তি নিজ এমামের উপর দোষারোপ করিয়া থাকে এবং তাহার এমাম উক্ত ব্যক্তি যাহার সম্বন্ধে আল্লাহতায়ালা নিজ কেতাবে বলিয়াছেন, "যদি তোমরা না জান, তবে আহলে-জেক্‌রের (এমাম মোজতাহেদ) কে জিজ্ঞাসা কর।"

এবনো-মারদাওয়হে, (হজরত) জাবের হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন যে, (হজরত) নবি (ছঃ) বলিয়াছেন, আলেম ব্যক্তিকে তাঁহার এলম সত্ত্বেও এবং অজ্ঞ ব্যক্তিকে তাহার মুর্খতা সহ মৌনাবলম্বন করিয়া থাকা অনুচিত। নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, "যদি তোমরা না জান, তবে আহলেজ্জেকর (এমাম মোজতাহেদ) কে জিজ্ঞাসা কর।"

শ্রোতৃবৃন্দ, আপনারা বুঝিলেন ত, কোরআন শরিফে আহলে-জেকরের অর্থ এমাম মোজতাহেদগণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, স্বয়ং হজরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) উহার অর্থ এমাম মোজতাহেদগণ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, প্রাচীন মহা মহা তফছির কারকগণ ৩।৪।৫।৬ শত বৎসরের অগ্রে উহার অর্থ এমাম মোজতাহেদগণ এবং উক্ত আয়তে এমাম মোজতাহেদগণ মতাবলম্বন করা ফরজ ওয়াজেব বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, আর এই নব্য দল কেবল হিন্দু সন্তান গিরিশ বাবুর অনুবাদকে সম্বল ও সর্ব্বেসর্ব্বা ধারণা করিয়া তৎসমস্তকে কোরআন ও হাদিছের খেলাফ বলিয়া দাবি করিতেছেন, তাহাদের দলের বড় বড় নেতা আহলে- জেকরের অর্থ এমাম মোজতাহেদগণ বলিয়া মান্য করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন, এক্ষণে আপনারা বুঝুন, ইহারা সত্য গোপন করিতেছেন কিনা? (১)

---

(১) গিরিষ বাবু কেবল কোরআনের অনুবাদ করিয়াছেন,

উহার সঙ্গে সামান্য সামান্য তফছির লিখিয়াছেন, তিনি প্রত্যেক আয়তের সম্পূর্ণ তফছির ও ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করেন নাই, প্রত্যেক আয়েত হইতে যে শরিয়তের বহু মস্‌লা মাসায়েল আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসমস্ত লিপিবদ্ধ করেন নাই, হাদিসগ্রন্থগুলিতে এরূপ অনেক তফছির উল্লিখিত হইয়াছে যাহা গিরিযবাবুর অনুবাদে উল্লিখিত হয় নাই, এক্ষেত্রে মজহাব বিদ্বেযিগণ তৎসমূদয় গিরিয বাবুর অনুবাদে নাই বলিয়া অস্বীকার করিবেন কি?

গিরিয বাবু অনুবাদের ৭১৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

"বাহ্য বেহেশত দোজখ কিছুই নহে, বরং অন্তরের ভাবকে বেহেশত ও দোজখ বলা হইয়াছে।" মজহাব বিদ্বেষীগণ ব্রাহ্ম গিরিষ বাবু অনুবাদ মান্য করিয়া বাহ্য বেহেশত ও দোজখ অস্বীকার করিবেন কি?

তৎপরে মাওলানা রুহুল আমিন সাহেব দারোগা সাহেবকে বলিলেন, যখন এই জ্বলন্ত সত্য কথা মজহাব-বিদ্বেষী দল গোপন করিতেছেন, তখন আমরা আমাদের দাবি লিখিয়া দিতেছি, প্রতিপক্ষগণ নিজেদের দাবী লিখিয়া দিন, আপনি কলিকাতা মাদ্রাসার ইংরেজ প্রিনছিপাল সাহেবের নিকট যিনি উভয় পক্ষ হইতে শালিষ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, লিখিয়া পাঠাইবেন। দারোগা সাহেব বলিলেন, হাঁ, উভয় পক্ষের দাবি লিখিয়া দিন।

হানাফীপক্ষ লিখিয়া দিলেন;—

এই সুরা নহলের আয়ত হইতে মোজতাহেদগণের মজহাব মান্য করা জরুরি হওয়া সপ্রমাণ হয়।

রুহুল আমিন।

সাং নারায়ণপুর, পোঃ টাকী, (২৪ পরগণা)।

ইহার সঙ্গে উল্লিখিত দলীলগুলি লিখিয়া দিলেন।

মোহাম্মাদিপক্ষ লিখিয়া দিলেন;—

উক্ত আয়তে মোজতাহেদগণর মান্য করা ওয়াজেব সাব্যস্ত হয় না।

বাবর আলী।

মাননীয় দারোগা সাহেব উভয় পক্ষের দাবি লিখিত কাগজখানি হাতে করিয়া রাখিলেন। তৎপরে মৌলবী বাবর আলী সাহেব বলিলেন;—

আহলে-জেকরের অর্থ এমাম মোজতাহেদগণ হইলে, ইহাতে জীবিত আহলে জেকরকে জিজ্ঞাসা করার কথা আছে, মৃত আহলে-জেকরকে জিজ্ঞাসা করার কথা নাই। দ্বিতীয় আহলে জেকরকে জিজ্ঞাসা করার কথা আছে, তাঁহার মজহাব মান্য করার কথা নাই। হানাফীদিগের ফেকহের কেতাব হেদায়াতে লিখিত আছে, এমাম আবু হানিফা (রঃ) বলিয়াছেন, "যদি কেহ মোহার্‌রামা স্ত্রীলোকের সহিত নিকাহ করে, তবে তাহার প্রতি হদ জারি করিতে হইবে না।"

তৎরে মাওলানা রুহুল আমিন সাহেব দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, মৌলবী বাবর আলী সাহেব বালকের ন্যায় কথা বলিয়াছেন, তিনি জীবিত আহলে-জেকর না হইলে, তাহার কথা মান্য করিবেন না। হজরত নবি (ছাঃ) ও তাঁহার সাহাবাগণ এন্তেকাল করিয়া গিয়াছেন, মজহাব বিদ্বেষিগণ তাহাদের কথা নিজেদের দাবী অনুসারে মান্য করিতে পারেন না। সেহাহ লেখক মোহাদ্দেছগণ মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়াছেন কাজেই এইদল তাঁহাদের হাদিছ সংক্রান্ত মতগুলি মান্য করিতে পারেন না। এমামগণ এন্তেকাল করিয়া গেলেও তাঁহাদের মজহাবের কেতাবগুলি বর্ত্তমান আছে, তৎসমস্তে তাঁহাদের সমস্ত ফৎওয়া লিখিত

আছে। মজহাব মান্যকারীর প্রশ্নগুলির উত্তর তৎসমূদয়ের মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে, কাজেই তাহারা জীবিত রহিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

"বিদ্বান্‌গণ একবাক্যে বলিয়াছেন, কোন মস্‌লা অবগত না হইলে, জিজ্ঞাসা করিয়া আমল করিতে হইবে, ইহাই আয়তের মর্ম্ম। মজহাব বিদ্বেষীগণ কেবল কোরাণ হাদিসের আহকাম জিজ্ঞাসা করা যথেষ্ট মনে করেন কি ? আমল করা তাহাদের পক্ষে জরুরি নহে কি ? কেবল এলম শিক্ষা করিয়া তদনুযায়ী আমল না করিলেও দোজখ হইতে মুক্তির আশা করেন কি ? তাহাদের দলের লোকদিগকে বলিয়া দিতেছি, তাহারা যেন নামাজ রোজার মস্‌লাগুলি জিজ্ঞাসা করিয়া ক্ষান্ত থাকেন, আমল না করিলেও তাহাদের কোন ক্ষতি হইবে না? শ্রোতৃবৃন্দ, মনে রাখিবেন, এই রূপ লোকই কোরাণ হাদিসের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করিয়া দেশ বাসীদিগকে বিপথগামী করিয়া থাকেন।

"এমাম আজম বলিয়াছেন, বিবাহিতা ব্যক্তি ব্যভিচার করিলে, তাহাকে প্রস্তরাঘাত করা ও অবিবাহিত ব্যক্তি ব্যভিচার করিলে তাহাকে একশত দোর্রা মারাকে হদ বলা হইয়া থাকে। যদি কেহ মোহাররামা স্ত্রীলোকের সহিত নিকাহ করে, তবে এমাম আজমের মতে উপরোক্ত প্রকার হদ জারি করিতে হইবে না, বরং তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিতে হইবে। হানাফিদের দোর্রোল মোখতারে ২য় খণ্ডে (৯০ পৃষ্ঠায়) লিখিত আছে,—

و التعزير ليس فيه تقدير بل هو مفوض الى راى القاضي و يكون تعزير بالقتل كمن وجد رجلا مع امرأة لا تحل له - در مختار ۹۰/۲ *

"তাজিরে কোন নির্দ্দিষ্ট (শাস্তি)নাই, বরং উহা কাজির (বিচারপতির) মতের উপর ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে। প্রাণহত্যা দ্বারা তা'জির হইয়া থাকে, যথা কেহ কোন ব্যক্তিকে মহরম স্ত্রীলোকের

সহিত (জেনা করিতে) দেখিলে, (তাহার প্রাণহত্যা করিতে হইবে।)

" শ্রোতৃবৃন্দ, এমাম আজমের কিরূপ কঠিন ব্যবস্থা, তাহা আপনারা বুঝিতে পারিলেন ত ?"

---

(১) মেশকাত, ২৭৪ পৃষ্ঠা;—

عن البراء بن عازب قال مربی خالی ابو بردة بن دینار و معه لواء فقلت این تذهب قال بعثني النبي صلى الله عليه و سلم الى رجل تزوج امرأة ابيه آتيه برأسه رواه الترمذي و ابو داؤد و في

এই মজহাব বিদ্বেষিদিগের নেতা নবাব সিদ্দিক হাছান সাহেব মেছকোল-খেতাম কেতাবের ১।২৭ পৃষ্ঠায় ও রওজা নাদিয়ার ৩০৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, সমুদ্রের কুকুর শূকর সমস্তই হালাল।"

মৌলবি এফাজদ্দিন সাহেব বলিলেন, "আমরা উক্ত কেতাব মানি না।"

মাওলানা রুহল আমিন সাহেব বলিলেন, "ইহা এই দলের নেতা নবাব সাহেবের কেতাব, এখন উত্তর দিতে পারিবেন না বলিয়া উহা অস্বীকার করিয়া বসিলেন। এইরূপ তাহারা যে কেতাবের কোন মস্‌লার উত্তর দিতে অক্ষম হইবেন তাহারা তাহা অস্বীকার করিতে থাকিবেন, এই জন্য আমরা বলিয়াছিলাম যে, তাহারা কোন্ কোন্ কেতাব মানেন, তাহার তালিকা লিখিয়া দিন, কিন্তু তাহারা এই অভিসন্ধির জন্য উহা লিখিয়া দিতে রাজী হন নাই। যাহা

رواية له و للنسائي و ابن ماجة و الدارمي فامرني ان اضرب عنقه و آخذ ماله ـ مشكوة ٢٧٤ ●

''বারা বেনে আজেব বলিয়াছেন, 'আমার মামু আবু বোরদা বেনে দীনার আমার নিকট উপস্থিত হইলেন অথচ তাহার সঙ্গে একটী পতাকা ছিল, ইহাতে আমি বলিলাম আপনি কোথায় যাইতেছেন? তিনি বলিলেন (হজরত) নবী (ছাঃ) আমাকে এরূপ এক ব্যক্তির নিকট প্রেরণ করিয়াছেন যে আপন বিমাতার সহিত নিকাহ করিয়াছে, আমি তাহার মস্তক উক্ত হজরতের নিকট লইয়া যাইব।' ইহা তেরমেজি ও আবু দাউদ রেওয়ায়েত করিয়াছেন। আবু দাউদ নাছায়ি, এবনো-মাজা ও দারমির রেওয়াএতে আছে, হজরত আমাকে তাহার গলা কাটিবার ও তাহার অর্থ লুণ্ঠন করার হুকুম করিয়াছেন।

হজরত নবি (ছাঃ) এস্থলে প্রস্তরাঘাত ও শত কশাঘাত করার হুকুম করেন নাই, আরও তাহার অর্থ লুণ্ঠন করার হুকুম করিয়াছেন, ইহাতেই বুঝা যাইতেছে, ইহা হদ নহে, বরং ইহাকে তা'জির বলা হয়। ইহা এমাম আজমের মত।''

হউক অদ্য এমাম মোজতাহেদগণের মজহাব মান্য করা সাধারণ লোকের পক্ষে ফরজ, তাহা কোরাণ শরিফ হইতে সপ্রমাণ হইল। কল্য প্রভাতে বিশেষ করিয়া চারি মজহাব মান্য করার দলীল পেশ করিব,'' তখন সভা ভঙ্গ হইয়া গেল।

দ্বিতীয় দিবসের বাহাছ।

শুক্রবার অনুমান ৮টা হইতে সভা আরম্ভ হয়, প্রথমে মওলানা রুহুল আমিন সাহেব বলেন, কল্য মৌলবি বাবর আলী সাহেব বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা তফছির মান্য করেন না। এইরূপ প্রলাপোক্তিকারীকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। এক্ষণে আমি নিম্নোক্ত

আয়তগুলি ঐ দলের মৌলবি আব্বাছ আলী সাহেবের অনুবাদ সহ উদ্ধৃত করিতেছি;—

(১) সুরা কাহাফ, ৩ রুকু;—

فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر - سورة كهف ع٣ *

"অনন্তর যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে, সে ইমান আনুক, আর যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে, সে কাফের হউক।" উক্ত অনুবাদ ৪৭ পৃষ্ঠা।

(২) সুরা হামিম ছেজদা, ৫ রুকু;—

اعملوا ما شئتم سورة حم السجدة ع٥ *

" তোমরা যাহা ইচ্ছা কর, তাহাই আমল কর।" উক্ত অনুবাদ, ৭৪৪ পৃষ্ঠা।

(৩) সুরা জোমার, ১ রুকু;—

تمتع بكفرك قليلا سورة زمر ع١ *

"তুমি আপন কাফেরির অল্প অল্প ফল লাভ কর।" উক্ত অনুবাদ, ৭৪৪ পৃষ্ঠা।

মজহাব বিদ্বেষী মৌলবি আব্বাছ আলি সাহেব উক্ত আয়ত গুলির যেরূপ অনুবাদ লিখিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায় যে, কাফেরি, চুরি, জেনা (ব্যভিচার) করা, মদ পান করা ইত্যাদি সমস্ত গোনাহ করা, তাহাদের পক্ষে জায়েজ হইবে। আর যদি তাহারা তফছিরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বা নিজেদের রায়ের (মনোক্তিমতের) উপর আয়তগুলির প্রকৃত মর্ম্ম নির্ণয় করিতে চেষ্টা করেন, তবে আমরা বলিব আপনারা প্রীচীন তফছিরগুলি অমান্য করিয়াছেন, এক্ষেত্রে অপনারা তৎসমূদয়কে প্রমাণস্বরূপ কিছুতেই পেশ করিতে পারেন না, আর যখন প্রাচীন বিদ্বানগণের তফছিরগুলি অপ্রামান্য হইয়া গেল,

তখন আপনাদের কল্পিত তফছির শতগুণে অগ্রাহ্য ও অপ্রামান্য হইয়া যাইবে।

প্রিয় শ্রোতাবৃন্দ, এখন আপনারা বুঝিলেন ত, প্রাচীন তফসিরকারকগণ কোরআন শরিফের প্রকৃত মর্ম্ম লিখিয়াছেন, উক্ত তফসিরগুলি অমান্য করিলে, কোরআন শরিফের অমান্য করা হইবে, বরং অনেক স্থলে কাফের ফাসেক হইতে হইবে। আরও জানিয়া রাখুন, এই শরিয়ত ধ্বংসকারী দল তফসির অমান্য করিলেন, কাজেই তাহাদের পক্ষে জেনা, চুরি, মদপান, শেরক ও কাফেরি সমস্ত গোনাহ করা জায়েজ থাকিয়া গেল।"

মৌলবি বাবর আলী সাহেব আমতা আমতা করিয়া কিছু বলিতে চাহিলেন, কিন্তু কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিলেন না। মৌলবি এফাজদ্দিন সাহেব কেবল লাফালাফি করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনই উত্তর দিতে পারিলেন না, তাহাদের দলের মুন্‌শী ছোলায়মান খাঁ সাহেব প্রভৃতি তাহাকে ধরিয়া বসাইতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন, "যখন আপনি কিছু বলিতে পারেন না, তখন অযথা কিজন্য লাফালাফি করিতেছেন?" তৎপরে মাওলানা রুহল আমিন সাহেব বলিলেন, এখন আপনারা শুনুন, চারি মজহাব মান্য করার দলীল প্রকাশ করিতেছিঃ—

কোরআন শরিফের সুরা নেছায় আছে;—

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى

وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ

مَصِيرًا - سورة نساء

" যে ব্যক্তি তাহার পক্ষে সত্যপথ প্রকাশ হওয়ার পরে রাছুলের বিরুদ্ধাচারণ করে এবং ইমানদারগণের বিপরীত পথের অনুসরণ করে সে ব্যক্তি যাহা অবলম্বন করিয়াছে, আমি সেই দিকে তাহাকে লইয়া যাইব ও তাহাকে দোজখে পৌঁছাইয়া দিবে এবং উহা মন্দ স্থান।"

এই আয়তে বুঝা যায় যে, যেরূপ রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর বিরুদ্ধাচরণ করা হারাম, সেইরূপ মুসলমানগণের পথের বিপরীত গমন করা হারাম, ইহাতেই মুসলমানগণের এজমা মান্য করা ওয়াজেব হওয়া সাব্যস্ত হইতেছে।"

এজমার অর্থ কি, তাহাই শুনুন;—

তওজিহ, ২৮৩ পৃষ্ঠা;—

و هو اتفاق المجتهدين من امة محمد صلعم في عصر على حكم شرعی - توضيح ٢٨٣ ●

" কোন জামানায় শরিয়ত সঙ্গত কোন হুকুমের প্রতি (হজরত) মোহাম্মদ (ছাঃ) এর উম্মতের মোজতাহেদগণের একমত হওয়াকে এজমা বলা হয়।"

তফসিরে-বয়জবি, ২।১ ১৬ পৃষ্ঠা;—

و الاية تدل على حرمة مخالفة الاجماع لانه تعالى رتب الوعيد الشديد على المشاقة و اتباع غير سبيل المؤمنين و ذالك اما لحرمة كل واحد منهما او احد هما او الجمع بينهما و الثاني باطل وكذا الثالث و اذا كان اتباع غير سبيلهم محرما كان اتباع سبيلهم واجبا - تفسير بيضاوی ١١٦ *

"উক্ত আয়তে এজমার বিরুদ্ধাচরণ করা হারাম সপ্রমাণ হয়, কেননা আল্লাহতায়ালা (হজরত নবি আলায়হেছ্‌-ছালামের)

বিরুদ্ধাচরণ করা ও মুসলমানগণের পথের বিপরীত গমন করার (এই দুই কার্য্যের) উপর কঠিন শাস্তি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, এস্থলে ইহাই বিচার্য্য যে, উপরোক্ত উভয় কার্য্যের প্রত্যেকটী হারাম হওয়ার জন্য, কিম্বা কেবল একটী হারাম হওয়ার জন্য অথবা উভয় কার্য্য এক সঙ্গে করা হারাম হওয়ার জন্য (উক্ত শাস্তি নির্দ্ধরিত হইয়াছে), শেষ দুই সূত্রটী বাতীল, (কাজেই প্রত্যেক কার্য্যটী হারাম হওয়ার জন্য উক্ত শাস্তি নির্দ্দারিত হইয়াছে), আর যখন মুসলমানগণের পথের বিপরীত গমন করা হারাম করা হইয়াছে, তখন তাহাদের পথের অনুসরণ করা ওয়াজেব।"

শাএখজাদা, ২।৬৮ পৃষ্ঠা ও রুহোল মায়ানি, ৩।১৭৮ পৃষ্ঠা;—

روى ان الامام الشافعي رضي الله عنه سئل عن آية من كتاب الله تعالى تدل على ان الاجماع حجة فقرأ القرآن ثلثمائة مرة حتى وجد هذه الاية - شيخ زاده ٦٨/٢ و روح المعانى ١٧٨/٣ •

"রেওয়াএত করা হইয়াছে, নিশ্চয় এমাম শাফেয়ি (রঃ) জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, আল্লাহতায়ালার কোরআনে এমন কোন আয়ত আছে যে, উহা এজমার দলীল হওয়ার প্রমাণ হইতে পারে ? ইহাতে তিনি তিনশত বার কোরআন পাঠ করিয়া এই আয়ত পাইয়াছিলেন।"

তফসিরে এবনো কছির, ৩।১৯৪ পৃষ্ঠা;—

والذي عول عليه الشافعي رحمه الله فى الاحتجاج على كون الاجماع حجة تحرم مخالفته هذه الاية الكريمة و هو من احسن الاستنباطات و اقواها - تفسير ابن كثير ١٩٤/٣ •

"এজমা (শরিয়তের) দলীল, উহার বিরুদ্ধাচরণ করা হারাম এতদ্‌সম্বন্ধে এমাম শাফেয়ী (রঃ) এই মহা আয়তের উপর আস্থা স্থাপন করিয়াছেন, ইহা অতি উৎকৃষ্ট এবং সমধিক সবল আবিষ্কার।"

তফসিরে-কিবর, ৩।৩২২ পৃষ্ঠা;—

و تقرير الاستدلال ان اتباع غير سبيل المؤمنين حرام فوجب ان يكون اتباع سبيل المؤمنين واجبا - تفسير كبير ٣٢٢/٣ ٠

"উক্ত আয়তটীকে এজমার দলীলরূপে গ্রহণ করার বিবরণ এই যে, ইমানদারগণের পথের বিপরীত গমন করা হারাম, ইহাতে ইমানদারগণের পথের অনুসরণ করা ওয়াজেব হওয়া সাব্যস্ত হইল।"

তফসিরে আহমদী, ৩১৭ পৃষ্ঠা,—

و الاية تدل على حرمة مخالفة الاجماع فعلم ان اتباع سبيل المؤمنين اى ما عليه المؤمنون باجمعهم واجب و ذلك يسمى بالاجماع فيكون الاجماع حجة قطعية يكفر جاحده كالكتاب و السنة المتواترة - تفسير احمدي ٣١٧ ٠

"উক্ত আয়তে এজমার বিরুদ্ধাচরণ করা হারাম হওয়া সাব্যস্ত হয়, ইহাতে বুঝা যায় যে, সমস্ত মুসলমানের পথের অনুসরণ করা ওয়াজেব, ইহাকে এজমা নামে অভিহিত করা হয়, এই এজমা অকাট্য দলীল, ইহার এন্‌কারকারী কাফের হইবে, যেরূপ কোর-আন ও মোতাওয়াতের (অসংখ্য রাবি কর্ত্তৃক উল্লিখিত) হাদিছের এনকারকারী কাফের হয়।"

তফসিরে-খাজেন, ১।৪৯৭ পৃষ্ঠা;—

و ذلك لان اتباع غير سبيل المؤمنين و هو مفارقة الجماعة حرام فوجب ان يكون اتباع سبيل المؤمنين و لزوم جماعتهم واجبا لان الله تعالى الحق الوعيد بمن يشاقق الرسول و يتبع

غير سبيل المؤمنين فثبت بهذا ان اجماع الامة حجة ـ

تفسير خازن ٣٩٧/١ ●

"ইহার কারণ এই যে, ইমানদারগণের পথের বিপরীত চলা ও জামায়াত ত্যাগ করা হারাম, ইহাতে বুঝা যায় যে, ইমানদারগণের পথের অনুসরণ করা ও তাহাদের জামাতের পয়রবি করা লাজেম করিয়া লওয়া ওয়াজেব, কেননা যে ব্যক্তি রাছুলের বিরুদ্ধাচারণ করে ও ইমানদারগণের বিপরীত পথে চলে, আল্লাহতায়ালা তাহার জন্য কঠিন শাস্তির বিধান করিয়াছেন, ইহাতেই বুঝা যায় যে, এজমা (শরিয়তের) একটী দলীল।"

তফসিরে তাবছিরোর রহমান, ১।১৬৫ পৃষ্ঠা;—

وفي الاية دليل على حرمة مخالفة الاجماع ـ تفسير تبصير الرحمن ١٦٥/١ ●

"উক্ত আয়তে এজমার বিরুদ্ধাচরণ করা হারাম হওয়া সাব্যস্ত হয়।"

তফছির নায়ছাপুরি, ৫।১৭৫ পৃষ্ঠাঃ—

فعدم اتباع سبيل المؤمنين حرام فاتباع سبيل المؤمنين واجب ـ تفسير نيسابوري ١٧٠/٥ ●

ইহাতে বুঝা যায় যে, ইমানদারগণের পথের অনুসরণ না করা হারাম এবং তাহাদের পথের অনুসরণ করা ওয়াজেব।"

তফছিরে মজহারি ঃ— ৭০৪ পৃষ্ঠা

هذه الاية دليل على حرمة مخالفة الاجماع - روى البيهقي و الترمذي قال رسول الله صلعم لايجمع الله هذه الامة على الضلالة ابدا و يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار- تفسير مظهري ۷۰۴ *

"এই আয়তে সপ্রমাণ হয় যে, এজমার খেলাপ করা হারাম। বয়হকি ও তেরমজী রেওয়াএত করিয়াছেন, রাছুলে-খোদা (ছাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা এই উন্মতকে কখনও গোমরাহির উপর একত্রিত করিবেন না। আল্লাহতায়ালার রহমত জামায়াতের (বড় দলের) উপর রহিয়াছে এবং যে ব্যক্তি তাহাদের পথ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল, সে ব্যক্তি একা দোজখে পড়িবে।"

তফছির-জোমাল, ১।৩৯৫ পৃষ্ঠায়, তফছির-মোনির, ১।১৫৬ পৃষ্ঠায়, কবির, ৩।২৪৯।২৫১ পৃষ্ঠায়, ফতহোল বাইয়ান, ২।২৬৬ পৃষ্ঠায়, মাওয়াহেবোর-রহমান, ৫।১৯৩, পৃষ্ঠায় খোলাছাতোত্তাফাছির, ১।৪৪৫ পৃষ্ঠায়, আজিজির, ১২৯ পৃষ্ঠায়, একদোল জিদ, ৬।৮ পৃষ্ঠায়, এহতেওয়া, ১৩ পৃষ্ঠায়, তজকিরোল-এখওয়ান, ১১৭ পৃষ্ঠায় ও মৌলবী আব্বাছ আলির বঙ্গানুবাদ কোরআন শরিফের হাশিয়ার ১৬১ পৃষ্ঠায় এজমার দলীল হওয়ার কথা লিখিত হইয়াছে।

মৌলবি বাবর আলি সাহেব দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, এই আয়তে রাছুল শব্দের অর্থ হজরত মোহম্মদ (ছাঃ) ও মো'মেনিন শব্দের অর্থ সাহাবাগণ, অর্থাৎ রাছুল ও ছাহাবাগণের পথের খেলাফ চলিলে, জাহান্নামী হইতে হইবে, ইহাতে সাহাবাগণের এজমা দলীল হওয়া বুঝা যায়, অন্য জামানার এজমা দলীল হওয়া বুঝা যায় না।

মাওলানা মোঃ রুহুল আমিন সাহেব বলিলেন, মৌলবি বাবর আলি সাহেব তফছিরকারগণের কথা অগ্রাহ্য করিয়াছেন, এখন নিজে

আয়তের বাতিল ব্যাখ্যা করিতেছেন, তাহার এইরূপ কেয়াছি ব্যাখ্যা কে শুনিবে ? কোন তফছিরে এইরূপ অর্থ লিখিত নাই। আয়তের প্রকৃত অর্থ এই যে, যে কোন জামানার মোজতাহেদগণের এজমা হউক না কেন, উহা শরিয়তের অকাট্য দলীল হইবে।

এমাম বোখারি সহিহ্ বোখারির ২।১০৯২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

و كذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس •
و ما امر النبي صلعم بلزوم الجماعة و هم اهل العلم - صحيح بخاري ١٠٩٢/٢ •

আল্লাহতায়ালার কোরআন;—

"এবং এইরূপ আমি তোমাদিগকে ন্যায়পরায়ণ সম্প্রদায় করিয়াছি, এইহেতু যে, তোমরা লোকদের পক্ষে সাক্ষ্যদাতা হইতে পার।"

আর নবি করিম (আঃ) জামায়াতের পয়রবি লাজেম (ওয়াজেব) হওয়া সম্বন্ধে যাহা হুকুম করিয়াছেন, জমায়াতের অর্থ আহলোলএলম (মোজতাহেদগণ)।"

ফৎহোলবারি, ১৩।২৪৫ পৃষ্ঠা;—

و المراد بالجماعة اهل الحل و العقد من كل عصر و قال الكرماني مقتضى الامر بلزوم الجماعة انه يلزم المكلف متابعة ما

اجمع عليه المجتهدون و هم المراد بقوله و هم اهل العلم و الاية التي ترجم بها احتج بها اهل الاصول لكون الاجماع حجة لانهم عدلوا بقوله تعالى جعلنا كم امة وسطا اى عد ولا و مقتضى ذلك انهم عصموا من الخطا فيما اجمعوا عليه قولا و فعلا - فتح الباري - ٢٣٥/١٣ *

"জামায়াতের মর্ম্ম প্রত্যেক জামানার দায়িত্ব জ্ঞান সম্পন্ন বিদ্বানগণ। কেরমানি বলিয়াছেন, জামায়াতের তাবেদারি লাজেম হওয়ার মর্ম্ম এই যে, মোজতাহেদগণ যে বিষয়ের প্রতি একমত করিয়াছেন, তাহার তাবেদারি করা শরিয়তের আদেশ প্রাপ্ত লোকের পক্ষে ওয়াজেব, আহলোল-এলম বলিয়া ইহাই মর্ম্ম গ্রহণ হইয়াছে।"

এমাম বোখারি যে আয়তটী শীর্ষক স্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন, 'অছুল' তত্ত্ববিদ্‌গণ তদ্দ্বারা এজমার দলীল হওয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন, কেননা جعلناكم امة وسطا এই আয়তে সত্য পরায়ণ মোজতাহেদ সম্প্রদায় বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছেন, ইহাতে সপ্রমাণ হইয়াছে যে, তাঁহারা যে কার্য্য ও কথায় একমত করিয়াছেন, উহাতে তাহারা অভ্রান্ত হইবেন।

কোস্তোলানী, ১০।২৭৭ পৃষ্ঠা;—

و هم اهل العلم المجتهدون - قسطلاني ٢٧٧/١٠ *

"আহলোল-এলম বলিয়া মোজতাহেদ সম্প্রদায় মর্ম্ম গ্রহণ করা হইয়াছে।"

মূলকথা এমাম বোখারি বলিতেছেন, আয়ত ও হাদিছ হইতে সপ্রমাণ হয় যে, প্রত্যেক জামানার মোজতাহেদগণের এজমা মান্য করা ওয়াজেব। প্রতিপক্ষগণ যে সাহাবাগণের এজমা বলিয়া দাবী,

করিয়াছেন, তাহাদের এই দাবি একেবারে কোর-আন ও হাদিসের বিরুদ্ধে ও একেবারে বাতীল।

দেখুন, এই মজহাব বিদ্বেষী দলের মৌলবি আব্বাছ আলি সাহেব কোরআন শরিফের অনুবাদের ১৬১ পৃষ্ঠার হাশিয়ায় লিখিতেছেন;—

"হজরত বলিয়াছেন যে, মোসলমানদিগের দলের উপর আল্লাহ্ হাত রাখিয়াছেন, যে ব্যক্তি অন্য পথ গ্রহণ করিবে, সে দোজখে পড়িবে অতএব যে কথার উপর উম্মতের একতা (এজমা) হইয়াছে, তাহাতেই আল্লাহ্র সম্মতি আছে এবং বিরোধী হইলে, দোজখী হইবে।"

এস্থলে দেখুন, মৌলবি আব্বাছ আলি সাহেব স্বীকার করিয়াছেন যে, কেবল সাহাবাদিগের এজমা কেন, বরং সমস্ত উম্মতের এজমা অকাট্য দলীল এবং কোন কালের এজমা অস্বীকার করিলে, দোজখী হইতে হইবে।

এইরূপ ঐ দলের নবাব সিদ্দিক হাছান সাহেব 'হছুলোল-মা'মুল কেতাবের ৬৬ পৃষ্ঠায় ও মৌলবী সুলতান আহমদ সাহেব তজকিরোল-এখ্ ওয়ানের ১১৬ পৃষ্ঠায় প্রত্যেক জমানার এজমা দলীল বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

তফছিরে মোজহারি, ৩৯৩ পৃষ্ঠা;—

ان اهل السنة و الجماعة قد افترق بعد القرون الثلثة او الاربعة
على اربعة مذاهب ولم يبق مذهب في فروع المسائل سوى
هذه الاربعة فقد انعقد الاجماع المركب على بطلان قول يخالف
كلهم و قد قال رسول الله صلعم لا يجتمع امتي على الضلالة و قال
الله تعالى و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى و نصله جهنم
و ساءت مصيرا ۔ تفسير مظهري ٣٩٣ ۔

সুন্নত জামায়াত তৃতীয় বা চতুর্থ 'কর্ণে'র পরে চারি মজহাবে বিভক্ত হইয়াছেন। ফরুয়াত মাসায়েল স্ববন্ধে এই চারি মজহাব ব্যতীত অন্য মজহাব বাকী নাই, এই চারি মজহাবের বিপরীত কথা বাতীল হওয়ার প্রতি মিশ্রিত এজমা হইয়াছে। নিশ্চয় হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, আমার উম্মত গোমরাহির উপর একত্রিত হইবে না। আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, — "এবং যে ব্যক্তি ইমানদারগণের পথের বিপরীত চলে, সে ব্যক্তি যাহা পছন্দ করে, আমি তাহাকে সেই পথে লইয়া যাইব এবং তাহাকে দোজখে পোঁছাইয়া দিব এবং উহা অতি কদর্য্য স্থান।"

তাহতাবি, ৪।১৫২।১৫৩ পৃষ্ঠা;—

قال بعض المفسرين المراد من حبل الله الجماعة و المراد من الجماعة عند اهل العلم اهل الفقه و العلم و من فارقهم قدر شبر وقع في الضلالة و خرج عن نصرة الله تعالى و دخل فى النار لان اهل الفقه و العلم هم المهتدون و المتمسكون بسنة محمد عليه الصلوة و السلام و سنة الخلفاء الراشدين بعده و من شذ عن جمهور اهل الفقه و العلم و السواد الاعظم فقد شذ فيما يدخله فى النار فعليكم معاشر المؤمنين باتباع الفرقة الناجية المسماة باهل السنة و الجماعة فان نصرة الله و حفظه و توفيقه في موافقتهم و خذلانه و سخط و مقته في مخالفتهم و هذه الطائفة و الناجية قد اجتمعت اليوم في مذاهب اربعة و هم الحنفيون و المالكيون و الشافعيون و الحنبليون رحمهم الله و من كان خارجا عن هذه الاربعة في هذا الزمان فهو من اهل البدعة و النار- طحطاوى ١٥٢/١٥٣ ﴿٤﴾ ●

কোন তফসিরকারক বলিয়াছেন, আল্লাহতায়ালার রজ্জুর অর্থ জামায়াত, বিদ্বান্‌গণের মতে জামায়াতের মর্ম্ম ফকিহগণ ও বিদ্বান্‌গণ, যে ব্যক্তি তাহাদের এক বিঘত পরিমাণ পথ ত্যাগ করিবে, গোমরাহিতে পতিত হইবে, আল্লাহ্‌তায়ালার সাহায্য হইতে বহির্গত হইবে এবং দোজখে প্রবেশ করিবে, কেননা ফকিহগণ ও আলেমগণ সত্যপথ প্রাপ্ত এবং হজরত মোহম্মদ (ছাঃ) ও তৎ পরবর্ত্তী সত্যপথ প্রাপ্ত খলিফাগণের সুন্নত অবলম্বী ছিলেন। যে ব্যক্তি অধিকাংশ ফকিহ্ আলেম এবং বড় জামায়াতের পথভ্রষ্ট হইল, নিশ্চয় সে ব্যক্তি এই রূপ পথে পৃথক হইয়া পড়িল যে, উহা তাহাকে দোজখে নিক্ষেপ করিবে। হে ইমানদার সম্প্রদায়, তোমরা সুন্নত জামায়াত নামীয় বেহেশ্‌তী ফেরকার তাবেদারি করা ওয়াজেব জান, কেননা তাঁহাদের স্বমতাবলম্বী হইলে, আল্লাহতায়ালার সাহায্য, রক্ষণাবেক্ষণ ও তওফিক প্রাপ্তির পাত্র হইতে পারিবে, আর তাঁহাদের বিরুদ্ধগামী হইলে, আল্লাহ্‌তায়ালার সাহায্য হইতে বঞ্চিত অসন্তোষ ও কোপের পাত্র হইতে হইবে। এই বেহেশ্‌তী ফের্‌কা বর্ত্তমানে চারি মজহাবে একত্রিত হইয়াছেন, তাঁহারা হানাফি, মালেফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী এই চারি মজহাবাবলম্বিগণ। যাহারা এই জামানায় এই চারি মজহাব হইতে বহির্গত হইবে, তাহারা বেদয়াতী ও দোজখী সম্প্রদায়ভুক্ত হইবে।

কামালোদ্দিন এবনোল-হোমাম 'তহরির' কেতাবে লিখিয়াছেন;—

انعقد الاجماع على عدم العمل بالمذاهب المخالفة للائمة الاربعة - تحرير ابن الهمام *

"চারি এমামের বিপরীত মজহাবগুলি অনুযায়ী আমল করা নাজায়েজ হওয়ার প্রতি এজমা হইয়াছে।"

আল্লামা এবনো-নজিম মিস্রি আশবাহ্-আন্নাজায়ের ১৩১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

و ما خالف الائمة الاربعة مخالف للاجماع - اشباه و النظائر لابن نجيم مصری ۱۳۱ *

" যে ব্যক্তি চারি এমামের বিরুদ্ধাচরণ করিল, সে ব্যক্তি এজমার বিরুদ্ধগামী হইল।"

তফসিরে আহমদী, ৫২৬ পৃষ্ঠা;—

و قد وقع الاجماع على ان الاتباع انما يجوز للاربع فلا يجوز الاتباع لمن حدث مجتهدا مخالفا لهم - تفسیر احمدی ۵۲۶ *

" কেবল চারি এমামের তাবেদারি করা জায়েজ হইবে এবং তৎপরে তাঁহাদের বিরুদ্ধগামী যে কোন মোজতাহেদ হইয়াছে, তাহার তাবেদারি করা জায়েজ হইবে না, ইহার প্রতি সত্যই এজমা হইয়াছে।"

হোজ্জাতোল্লাহেল-বালেগা, ১।১২৩ পৃষ্ঠা;—

ان هذه المذاهب الاربعة المدونة المحررة قد اجتمعت الامة اومن يعتد به منها على جواز تقليدها الى يومنا هذا - حجة الله البالغة ۱۲۳/۱ *

"এই উন্মত কিম্বা এই উম্মতের বিশ্বাসযোগ্য বিদ্বান্‌গণ এই লিপিবদ্ধ সংগৃতীত চারি মজহাবের তকলিদ করা জায়েজ হওয়ার প্রতি একাল পর্য্যন্ত এজমা করিয়াছেন।"

জওহারে মনিফা, ১১ পৃষ্ঠা;—

و الناس الآن مطبقون على ان اصحاب الجماعة هم اهل المذاهب الاربعه مثل ابى حنيفة و مالك و الشافعي و احمد - جواهر منيفه ۱۱ *

"আবু হানিফা মালেক, শাফেয়ি ও আহমদ এই চারি এমামের চারি মজহাববলম্বিগণই সুন্নত জামায়াত, ইহার প্রতি বর্ত্তমান কালের লোকেরা এজমা করিয়াছেন।"

নেহায়াতোছ-ছউল, ৩।৩৫১।৩৫২ পৃষ্ঠা;—

قال امام الحرمين فى البرهان اجمع المحققون على ان العوام ليس لهم ان يتعلقوا بمذاهب اعيان الصحابة رضي الله عنهم بل عليهم ان يتبعوا مذاهب الائمة الذين سبروا فنظروا و بوبوا الابواب و ذكروا اوضاع المسائل لانهم اوضحوا طرق النظر و هذبوا المسائل و بينوها و جمعوا و ذكر ابن الصلاح ايضا ما حاصله انه يتعين تقليد الائمة الاربعة دون غيرهم لان مذاهب الاربعة قد انتشرت و علم تقييد مطلقها و تخصيص عامها و نشرت فروعها بخلاف مذهب غيرهم - نهاية السول - ٣/٣٥٢-٦٥ ●

"এমামোল হোরামাএন 'বোরহান' কেতাবে বলিয়াছেন, বিচক্ষণ বিদ্বান্‌গণ এই বিষয়ের প্রতি এজমা করিয়াছেন যে, সাধারণ লোকের পক্ষে প্রধান প্রধান সাহাবাগণের মজহাব অবলম্বন করা জায়েজ নহে, বরং তাহাদের পক্ষে উক্ত এমামগণের মজহাবগুলির অনুসরণ করা ওয়াজেব। যাহারা পরীক্ষা করিয়াছেন, অনুসন্ধান ও গবেষণা

তাঁহাদের ব্যতীত অন্যান্য এমামগণের মজহাব মান্য করা জায়েজ হইবে না; কেননা চারি এমামের মজহাব জগদ্ব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে, উক্ত মজহাবগুলি অনির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থাগুলির নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে, সাধারণ ব্যবস্থাগুলি খাস (বিশিষ্ট) হুকুমে পরিণত করা হইয়াছে এবং ফরুয়াত মস্‌লাগুলি প্রসিদ্ধ রহিয়াছে, পক্ষান্তরে অন্যান্য এমামগণের মজহাবগুলি উল্লিখিত প্রকারে বিধিবদ্ধ হয় নাই।''

শরহে-তহরির, ৩।৩৫৩।৩৫৪ পৃষ্ঠা;—

نقل الامام اجماع المحققين على منع العوام من تقليد اعيان الصحابة بل من بعدهم بل عليهم ان يتبعوا مذاهب الائمة الذين سبروا و وضعوا و دونوا و على هذا ما ذكر بعض المتاخرين منع تقليد غير الائمة الاربعة لانضباط مذاهبهم و تقييد مسائلهم و تخصيص عمومها ولم يدر مثله في غيرهم الان لانقراض اتباعهم و هو صحيح *

"এমাম (রাজিঃ) সাধারণ লোকের পক্ষে প্রধান প্রধান সাহাবার, বরং তাবেয়িগণের মজহাব অবলম্বন করা নিষিদ্ধ হওয়ার প্রতি বিচক্ষণ বিদ্বান্‌গণের এজমা উল্লেখ করিয়াছেন, বরং তাঁহাদের পক্ষে উক্ত এমামগণের মজহাব অবলম্বন করা ওয়াজেব-যাহারা পরীক্ষা করিয়াছেন, নিয়ম কানুন স্থির করিয়াছেন এবং মস্‌লা মাসায়েল সংগ্রহ করিয়াছেন, এই সূত্রানুযায়ী কোন পরবর্ত্তী বিদ্বান্ উল্লেখ করিয়াছেন যে, চারি এমাম ব্যতীত অন্যান্য এমামের মজহাব অবলম্বন করা নিষিদ্ধ, যেহেতু তাঁহাদের মজহাবগুলি বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে, অনির্দ্দিষ্ট মস্‌লা সমায়েল নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে ও আ'ম ব্যবস্থাগুলি খাস করা হইয়াছে, বর্ত্তমানে চারি এমাম ব্যতীত অন্য কোন এমামের মজহাবে এইরূপ কার্য্য সম্পাদিত হয় নাই, যেহেতু তাঁহাদের অনুসরণকারিগণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছেন, উক্ত মতটী সহিহ্।''

মৌলবি বাবর আলি সাহেব বলিলেন;— হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, — "বেনি ইস্রাইলগ ৭২ ফেরকায় বিভক্তত হইয়াছিলেন, আমার উম্মত ৭৩ ফেরকায় বিভক্ত হইবেন, তাহাদের সমস্ত ফেরকা দোজখে যাইবে, কেবল এক ফেরকা (বেহেশ্‌তী) হইবে, সাহাবাগণ বলিলেন, ঐ এক ফেরকা কাহারা হইবেন। হজরত বলিলেন, আমি ও আমার সাহাবাগণ যে পথে আছি, এই পথের পথিকগণই উক্ত বেহেশ্‌তী ফেরকা। মেশকাত ৩১ পৃষ্ঠা।

আরও একটী হাদিসে আছে;—

"রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) একটী রেখা টানিয়া বলিলেন, ইহা আল্লাহ্‌ তায়ালার পথ, তৎপরে ডাহিন এবং বাম দিকে কতকগুলি রেখা টানিয়া বলিলেন, এই সমস্ত কয়েকটী পথ, তৎসমুদয়ের প্রত্যেক পথে একটী একটী শয়তান আছে, সে উহার দিকে (লোককে) ডাকিতে থাকে।"

উপরোক্ত হাদিসদ্বয়ে বুঝা যায় যে, একটী পথ সত্য, এক ফেরকা বেহেশ্‌তী, কাজেই চারি মজহাব সত্য হইতে পারে না এবং চারি মজহাবাবলম্বিগণ বেহেশ্‌তী ফেরকা হইতে পারেন না।

কয়েক শতাব্দীর পরে এই চারি মজহাব সৃষ্টি হইয়াছে, হজরত ও সাহাবাগণের জামানায় এই চারি মজহাব ছিল না, আর যদি মানুষের মজহাব মান্য করিতে হয়, তবে হজরত আবুবকর, ওমার, ওছমান এবং আলি (রাঃ) এই চারি সাহাবার মজহাব ধরা আবশ্যক, চারি এমামের মজহাব ধরার কি আবশ্যক?

মাওলানা মোহাঃ রুহল আমিন সাহেব বলিলেন, (ক) হজরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) যে এক ফেরকা বেহেশ্‌তী হওয়ার কথা বলিয়াছেন, তাহা এক সুন্নত জামায়াত ফেরকা। সাহাবাগণ এই বেহেশ্‌তী ফেরকা ছিলেন। তৎপরে তাবেয়িগণ সাহাবাগণের সম্পূর্ণ তাবেদারি করিয়া এই সুন্নত জামায়াত বা বেহেশ্‌তী ছিলেন, তৎপরে তাবা-তাবেয়িগণ, তাবেয়িগণের সম্পূর্ণ তাবেদারি করিয়া উক্ত সুন্নত জামায়াত ও

বেহেশ্‌তী ফেরকা ভুক্ত হইয়াছিলেন। হজরত (ছাঃ) সাহাবা তাবেয়ি ও তাবা-তাবেয়ি এই তিন সম্প্রদায়ের জামানাকে সত্য জামানা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এমাম আবু হানিফা (রঃ) তাবেয়ি ছিলেন, আর অবশিষ্ট তিন এমাম তাবা-তাবেয়ি ছিলেন। যখন উক্ত চারি এমামের সুন্নত জামায়াত ভুক্ত হওয়া সপ্রমাণ হইল, তখন তাঁহাদের মতাবলম্বিগণ যে সুন্নত জামায়াত ভুক্ত হইবেন, ইহাতে সন্দেহ কি ?

কতিপয় স্থলে যে চারি এমাম ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বন করিয়াছেন, ইহা কোরআন, হাদিছ ও সাহাবাগণের ভিন্ন ভিন্ন মত হওয়ার জন্য হইয়াছে। কোরআন শরিফে কতিপয় স্থলে দ্বার্থবাচক শব্দ আছে, যেরূপ তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীলোকের এদ্দত সম্বন্ধে তিন "করু" শব্দ আছে, 'করু' শব্দের অর্থ ঋতু (হায়েজ) হইতে পারে এবং তোহার)দুই ঋতুর মধ্যবর্ত্তী পাকি) হইতে পারে। কোরআন শরিফে বা হাদিছ শরিফে এস্থলে কোন অর্থটী গ্রহণীয়, তাহা অকাট্য ভাবে উল্লিখিত হয় নাই, কাজেই এমামগণ এস্থলে ভিন্ন ভিন্ন মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

এইরূপ অনেকগুলি বিপরীত মর্ম্মবাচক হাদিছ উল্লিখিত হইয়াছে, যথা—

(১) হজরত নবি (ছাঃ) ভাগের ভূমি কর্ষণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। আবার তিনি খয়বরবাসী য়িহুদিগণকে ভাগের ভূমি কর্ষণ করিতে হুকুম করিয়াছিলেন।

(২) হজরত (ছাঃ) হাজ্জামের বেতন হারাম বলিয়াছিলেন, আবার তিনি উহার বেতন দিয়াছিলেন।

(৩) কাবাশরিফকে সন্মুখ বা পশ্চাৎ করিয়া মলমূত্র ত্যাগ করিতে নিষেদ করিয়াছিলেন। আবার তিনি কা'বাশরিফকে পশ্চাৎ করিয়া মল মূত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন।

হজরত (ছাঃ) বহু স্থলে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম করিয়াছেন বা ব্যবস্থা বিধান করিয়াছেন, তিনি এইরূপ বিরোধ ভঞ্জন করিয়া যান নাই, কাজেই

চারি এমাম এইরূপ বিরোধ ভঞ্জন করিতে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন মত ধরিতে বাধ্য হইয়াছেন।

সাহাবাগণ বহু স্থলে ভিন্ন ভিন্ন মত ধারণ করিয়াছেন। যথা,—

(১) যে মৎস্য নদীতে মরিয়া ভাসিতে থাকে, হজরত আবুবকর (রাঃ) উহা হালাল বলিয়াছেন। কিন্তু হজরত জাবের ও এবনো আব্বাস (রাঃ) উহা হারাম বলিয়াছেন।

(২) রোজার ফিদইয়ার আয়তটী হজরত এবনো আব্বাছের মতে মনসুখ হয় নাই, কিন্তু হজরত এবনো ওমার ও ছালমার মতে মনছুখ হইয়াছে।

সাহাবাগণের মতভেদ হওয়ার জন্য চারি এমাম মতভেদ করিয়াছেন।

মূল কথা, যে সমস্ত স্থলে কোরআন, ও সাহাবাগণের একই প্রকার মত উল্লিখিত হইয়াছে চারি এমাম সেই সমস্ত স্থলে একই রূপ মত ধারণ করিয়াছেন। আর যে সমস্ত স্থলে কোরআন, হাদিছ ও সাহাবাগণের ভিন্ন ভিন্ন মত উল্লিখিত হইয়াছে, চারি এমামও সেই সমস্ত স্থলে ভিন্ন ভিন্ন মত ধারণ করিয়াছেন, ইহাতে স্পষ্ট ভাবে সপ্রমাণ হইল যে, চারি এমাম সম্পূর্ণরূপে কোরআন্ হাদিছ ও সাহাবাগণের তাবেদারি করিয়া সুন্নত জামায়াত ও বেহেশ্‌তী ফেরকা ভুক্ত হইলেন।

(খ) এই মজহাব বিদ্বেষি দল বলিয়া থাকেন। ভিন্ন ভিন্ন মতধারিগণ দোজখি গোমরাহ ফেরকাভুক্ত কিন্তু কোরআন ও হাদিছে কতিপয় স্থলে ভিন্ন ভিন্ন মতের উল্লেখ হইয়াছে এবং সাহাবাগণ বহুস্থলে ফরুয়াত মস্‌লা মাসায়েলে ভিন্ন ভিন্ন মত ধারণ করিয়াছেন, এক্ষেত্রে এই নব্য মজহাব বিদ্বেষিগণ কোরআন ও হাদিছকে দোজখের পথ ও সাহাবাগণকে জাহান্নামী ফেরকা বলিয়া সুন্নত জামায়াত হইতে খারিজ হইয়া গেলেন।

নিরক্ষর সাহাবাগণ, মোজতাহেদ সাহাবাগণের তকদীল করিতেন এবং সাহাবাগণ কোন মস্‌লা কোরআন ও হাদিছে অস্পষ্ট থাকিলে, কেয়াছকে দলীল রূপে গ্রহণ করিতেন। আর এই নব্য দল তকলীদ করা হারাম ও কেয়াছ করা বাতীল বলিয়া সাহাবাগণের পত ত্যাগ করতঃ সুন্নত জামায়াত হইতে খারিজ হইয়া গেলেন। এই দলের নবাব ছিদ্দিক হাছান সাহেব রওজা-নদিয়ার ১৯।৫৯।৬৫ পৃষ্ঠায় ও মেছকোল খেতামের ১।৫৪৫ পৃষ্ঠায় এবং ঐ দলের তনবিরোল-আএনাএনের ৪৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, সাহাবাগণের মত, কর্ম্ম ও ব্যবস্থা দলীল হইতে পারে না এবং বিশরাক্‌য়াত তারাবিহ বেদয়াত। ইহাতে বুঝা যায় যে, এই নব্য দল সাহাবাগণের তাবেদার নহেন। কাজেই সুন্নত জামায়াত হইতে খারিজ হইয়া গেলেন।

আরও আমি ইতিপূর্ব্বে সপ্রমাণ করিয়াছি যে, এমাম বোখারি, মোছলেম প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণ ভিন্ন ভিন্ন মত ধারণ করিয়াছিলেন, এমাম বোখরির মতে অনেকগুলি হাদিছ সহিহ, কিন্তু তৎ সমস্ত এমাম মোছলেমের মতে সহিহ্ নহে। এইরূপ এমাম মোছলেমের মতে অনেকগুলি হাদিছ সহিহ্, কিন্তু তৎসমুদয় এমাম বোখারির মতে সহিহ নহে। এইরূপ অবশিষ্ট মোহাদ্দেছগণের অবস্থা বুঝিতে হইবে। এইরূপ একজন মোহদ্দেছের মতে যাহা ফরজ বা হালাল অন্য মোহাদ্দেছের মতে তাহা নফল বা হারাম। মজহাব বিদ্বেষিগণের মতে উক্ত মোহাদ্দেছগণ ভিন্ন ভিন্ন মত ধারণ করিয়া দোজখি ফেরকাভুক্ত হইয়া গেলেন, এবং তাঁহাদের মতগুলি ডাহিন বা বাম দিকের অঙ্কিত রেখার ন্যায় হইয়া গেল।

এই দলের মৌলবি এফাজদ্দিন সাহেব বলেন, বেনামাজির জানাজা পড়া হারাম, আর তাহাদের সৈয়দ নজির হোছেন ও মৌলবী বাবর আলি সাহেবদ্বয় বলেন, বেনামাজির জানাজা নামাজ পড়া জায়েজ।

এই দলের মৌলবি আবদুল বারি বলেন, তামাক পান হারাম। আর কেহ কেহ বলেন, উহা হারাম নহে।

এই দলেন মাওলানা ছানাউল্লাহ্ অমৃতসরী বলেন, একজন লোক তাহার স্ত্রীকে মাতা বলিলে, জেহারের কাফ্যারা দিতে হইবে না, মাওলানা আবদুল মন্নান অজিরাবাদী সাহেব বলেন, উহাতে জেহারের কাফ্যারা দিতে হইবে। এই দলের মৌঃ আবদুল বারি সাহেব বলেন, যে বস্তু নগত ৩ টাকায় বিক্রয় হইতেছে, উহা ধারে ৫ টাকায় বিক্রয় করা জায়েজ নহে, আর মৌঃ বাবর আলি সাহেব বলেন, হাঁ, উহা জায়েজ হইবে। এই নব্যদলের যত মৌলবি, তত মত, এক্ষণে তাহারা ভিন্ন ভিন্ন মত ধারণ করায় দোজখী ফেরকাভুক্ত হইয়া গেলেন এবং তাহাদের মতগুলি ডাহিন ও বাম দিকের অঙ্কিত রেখাগুলরি ন্যায় ভ্রান্ত পথ হইবে।

(গ) চারি এমাম কোরআন ও হাদিছের স্পষ্টাংশ বা অস্পষ্টাংশ হইতে শরিয়তের যাবতীয় মস্‌লা প্রকাশ করিয়াছেন, কোরআন ও হাদিছ যেরূপ হজরতের জামানায় ছিল, চারি এমামের মজহাব সেইরূপ তাঁহার জামানায় ছিল, ইহা নূতন সৃষ্টি হইল কিরূপে? তাঁহারা নামাজ, রোজা, হজ্জ ও জাকাত আদায় করিতে বলিয়াছেন; ইহা কি হজরত ও সাহাবাগণের জামানায় ছিল না ? ইহা কি নূতন সৃষ্টি ? তাঁহারা কলেমা পাঠ করিতে বলিয়াছেন, ইহাও কি নূতন সৃষ্টি?

সাহাবাগণ যেরূপ কোর-আন, হাদিস, এজমা ও কেয়াস দ্বারা মস্‌লা মাসায়েল প্রকাশ করিতেন, চারি এমাম ও সেইরূপ কোরআন, হাদিস, সাহাবাগণের ফৎওয়া ও কার্য্য, এজমা ও কেয়াছ হইতে মস্‌লা মাসায়েল প্রকাশ করিয়াছেন, কাজেই সাহাবাগণের যেরূপ মজহাব ছিল, চারি এমামের অবিকল সেইরূপ মজহাব হইয়াছে, কিন্তু সাহাবাগণ শরিয়তের যাবতীয় মস্‌লা মাসায়েল লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই বা তাঁহাদের গ্রহণযোগ্য মজহাব সহিহ ছনদে বর্ত্তমান নাই,

এই কার্য্য এই চারি এমাম করিয়া গিয়াছেন, কাজেই সাহাবাগণের মজহাব গ্রহণ করা সম্ভব নহে এবং চারি এমামের মজহাব গ্রহণ করা ওয়াজেব হইয়াছে।

(ঘ) সেহাহ লেখকগণ সহিহ হাদিস নির্ব্বচান করিতে যে যে রূপ শর্ত্ত স্থির করিয়াছিলেন, হাদিসগুলির যে যেরূপ নামকরণ করিয়াছেন, এই সমস্ত বিষয় হজরত(ছাঃ) ও তাঁহার সাহাবাগণের জামানায় ছিল না, এই সমস্ত বিষয় আড়াই বা তিন শত বৎসরের পরে নূতন সৃষ্টি হইয়াছে। জগতের সমস্ত হাদিস গ্রন্থগুলির মধ্যে কেবল ছয় খানা কেতাবকে সেহাহ্ বা সহিহ্ কেতাব বলিয়া দাবি করা ৬ষ্ঠ শতাব্দীর এবনো-ছালাহ প্রভৃতি মোজাদ্দেদের নূতন আবিষ্কৃত মত। সহিহ বোখারিকে সর্ব্বোত্তম কেতাব বলা কয়েক শতাব্দীর পরের নূতন আবিষ্কৃত মত। সাহাবাগণের মত সমূহের বিরুদ্ধে মোহাদ্দেছগণের নব নব কাল্পনিক মতগুলির অনুসরণ করতঃ মজহাব বিদ্বেষিগণ কি হইবেন?

মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ মোহাদ্দেছ দেহলবী(রঃ) 'একদোলজিদ কেতাবের ৩১-৩৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

"এই চারি মজহাব অবলম্বন করার তাকিদ (দৃঢ় আদেশ) এবং উহা ত্যাগ করার ও উহা হইতে বহির্গত হওয়ার কঠোর নিষেধ। (হে পাঠক ।) তুমি জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় এই চারি মজহাব অবলম্বন করাতে মহা কল্যাণ হয় এবং উহার সমস্তই অস্বীকার করাতে মহা অনিষ্ট হয়। আমি উহা কয়েকটী প্রমাণ সহ বর্ণনা করিতেছি। প্রথম এই যে, উম্মত এজমা করিয়াছেন যে, তাহারা শরিয়ত অবগত হইতে প্রাচীন বিদ্বান্‌গণের প্রতি আস্থা স্থাপন করিবেন। তাবেয়িগণ সাহাবাগণের প্রতি এবং তাবে-তাবিয়িগণ তাবেয়িগণের প্রতি আস্থা স্থাপন করিয়াছেন, এরূপ প্রত্যেক শ্রেণীর বিদ্বান্‌গণ তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী বিদ্বান্‌গণের প্রতি আস্থা স্থাপন করিয়াছেন।............

যখন প্রাচীন বিদ্বান্‌গণের মত সমূহের প্রতি আস্থা স্থাপন করা অনিবার্য্য হইল, তখন তাঁহাদের যে মতগুলির প্রতি আস্থা স্থাপন করা যাইবে, তৎসমুদয়ের সহিহ সনদে উল্লিখিত হওয়া কিম্বা প্রসিদ্ধ কেতাবগুলিতে লিপিবদ্ধ হওয়া এবং স্থির সিদ্ধান্ত ও সুমীমাংসিত হওয়া অর্থাৎ উক্ত মতগুলি একাধিক মর্ম্মবাচক হইলে, প্রবল মর্ম্মটী উল্লিখিত হওয়া, কতকস্থলে আ'ম হুকুমগুলিকে খাস (বিশিষ্ট) হুকুমে পরিণত করা, কতক স্থলে অনির্দ্দিষ্ট হুকুমগুলিকে নির্দ্দিষ্ট করা, বিপরীত বিপরীত হুকুমগুলির বিরোধ ভঞ্জন করা এবং ব্যবস্থা গুলির কারণ উল্লেখ করা নিতান্ত আবশ্যক।

যদি তাহাদের মতগুলি উপরোক্ত প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত ও সুমীমাংসিত না হয়, তবে তৎসমুদয়ের প্রতি আস্থা স্থাপন করা জায়েজ হইতে পারে না। আর এই শেষ জামানায় এই চারি মজহাব ব্যতীত অন্য কোন মজহাব উপরোক্ত প্রকার গুণ সম্পন্ন নহে।

দ্বিতীয়, রাছুলে খোদা (ছাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা বড় জামায়তের পয়রবি কর। যখন এই চারি মজহাব ব্যতীত সত্য মজহাব সকল বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তখন এই চারি মজহাবের পয়রবি করিলে, বড় জামায়াতের পয়রবি করা হইবে এবং এই চারিটী মজহাব হইতে বহির্গত হইলে, বড় জামায়াত হইতে বহির্গত হইতে হইবে।

তৃতীয়, যখন (ভাল) জামানা বহু দিবস অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে এবং বিশ্বাসপরায়ণতা বিলুপ্ত হইয়াছে, তখন অসৎ বিদ্বানগণের— অত্যাচারি কাজিগণের ও স্ব স্ব প্রবৃত্তির অনুসরণকারী ফৎওয়া প্রদাতাগণের মতগুলির প্রতি আস্থা স্থাপন করা জায়েজ হইবে না—যতক্ষণ না তাহারা নিজেদের কথাকে প্রত্যক্ষভাবে, আর পরোক্ষ ভাবে হউক, এরূপ প্রাচীন বিদ্বানের মত বলিয়া প্রকাশ করেন, যিনি সত্যবাদিত্ব, সত্যপরায়ণতা ও বিশ্বাস ভাজনতায় বিখ্যাত হন এবং তাঁহার মত উপযুক্ত সনদে, সুরক্ষিত থাকে। আর এরূপ ব্যক্তির মতের

প্রতি বিশ্বাস করা জায়েজ হইতে পারে না — যে ব্যক্তি এজতেহাদের (এমামত্বের) শর্ত্তগুলি লাভ করিয়াছে কিনা, তাহা আমরা অবগত নহি। এক্ষেত্রে যদি আমরা বিদ্বান্‌গণকে প্রাচীন বিদ্বান্‌গণের মজহাব সমুহ রক্ষা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দর্শন করি, তবে তাঁহারা যে মত গুলি উক্ত প্রাচীন বিদ্বান্‌গণের মতের উপর নির্ভর করিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন কিম্বা কোরআন ও হাদিছ হইতে আবিষ্কার করিয়া থাকেন, তৎ সমুদয়ে তাঁহারা সাধারণতঃ সত্যপরায়ণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন। আর যদি বিদ্বান্‌গণের মধ্যে এরূপ ভাব দর্শন করিতে না পারি, তবে তাহাদের মত সত্য হওয়া সুদূর পরাহত। এই মর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য করিয়া (হজরত) ওমার বেনোল খাত্তাব (রাঃ) বলিয়াছেন যে, কপট ব্যক্তির কোরআন শরিফের সহিত বিরোধ ইস্‌লামকে ধ্বংস করিবে। (হজরত) এবনো মছউদ (রাঃ) বলিয়াছেন যে, কেহ কাহারও পয়রবি করিতে চাহিলে, প্রাচীন লোকদিগের পয়রবি করা কর্ত্তব্য।''

আরও উক্ত শাহ অলি উল্লাহ মোহাদ্দেছ দেহলবী 'এনছাফ' কেতাবের ৭০।৭১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;— ''যদি কোন নিরক্ষর লোক হিন্দুস্থানে ও তুরাণের, শহর সমূহে থাকে ও তথায় কোন শাফেয়ী, মালেকী কিম্বা হাম্বলী আলেম না থাকে এবং মজহাবগুলির কোন কেতাব না থাকে, তবে তাহার পক্ষে (এমাম) আবু হানিফার মজহাব অবলম্বন করা ওয়াজেব এবং উক্ত মজহাব হইতে বহির্গত হওয়া হারাম, কেননা সে ব্যক্তি এইরূপ অবস্থায় (হানাফি মজহাব ত্যাগ করিলে) শরিয়তের রজ্জুকে নিজের গলদেশ হইতে খুলিয়া ফেলিয়া অকর্ম্মা (শরিয়ত বর্জ্জিত) হইয়া যাইবে।''

মাওলানা ইসহাক সাহেব দেহলবী ' মেয়াতো-মাছায়েল কেতাবের ৯৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

"চারি মজহাবের পয়রবি করা ছাইয়েয়া বা হাছানা কোন প্রকার বেদয়াত (নূতন কার্য্য) নহে, বরং চারি মজহাবের পয়রবি করা সুন্নত; কেননা চারি মজহাবের মতভেদ সাহাবাগণের মতভেদ হওয়ার জন্য হইয়াছে, আর নিম্নোক্ত হাদিছটী সাহাবাগণের ভিন্ন ভিন্ন মতের পয়রবি করার জন্য উত্তীর্ণ হইয়াছে,—

"আমার সাহাবাগণ নক্ষত্রমালার তুল্য, তোমারা তাঁহাদের মধ্যে যে কোন এক জনার পয়রবি করিবে, সত্যপথ প্রাপ্ত হইবে।" আরও হয়ত চারি মজহাবের মতভেদ কেয়াসের ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার জন্য হইয়াছে, কিন্তু কেয়াসের দলীল হওয়া কোরআন ও হাদিছ হইতে সপ্রমাণ হইয়াছে, ইহাতে কোর আন ও হাদিছের পয়রবি করা হইল। আরও চারি মজহাবের মতভেদ হাদিছের স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট মর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার জন্য হইয়াছে, কোন এমাম হাদিছের স্পষ্ট মর্ম্ম গ্রহণ করয়া থাকেন, অন্য এমাম উহার অস্পষ্ট মর্ম্মের প্রতি আমল করিয়া থাকেন, ইহার প্রমাণ সহিহ্ বোখারি ও মোছলেমের হাদিছে আছে।"

তৎপরে মৌলবি বাবর আলি সাহেব বলিলেন;—

এমাম আজম কোন কেতাব লিখিয়া যান নাই, আর এই সমস্ত ফেক্হের কেতাবের মস্‌লা মাসায়েল যে এমাম আজমের আবিষ্কৃত তাহার প্রমাণ ও সনদ কি? এমাম আজম হাদিস জানিতেন না। তিনি অনেক মসলায় কোরআন ও হাদিছের খেলাফ করিয়াছেন। এই হেদায়া কেতাবে আছে যে, এমাম আজম বলিয়াছেন যে, আঙ্গুরের রস অগ্নির উত্তাপে দুই তৃতীয়াংশ শুষ্ক হইয়া গেলে, উহা হালাল হইবে, ইহাতে তিনি মদ হালাল করিয়াছেন।

এমতাবস্থায় দারোগা সাহেব মাওলানা মোহাম্মদ রুহল আমিন সাহেবেকে বলিলেন, বেলা অনেক হইয়াছে, এখন আপনারা বক্তৃতা শেষ করুন। তদুত্তরে তিনি বলিলেন, প্রতিপক্ষগণ যে কথাগুলি

বলিয়াছেন, আমারা তৎসমুদয়ের উত্তর দিয়া সভা শেষ করিব।

তৎপরে মাওলানা রুহুল আমিন সাহেব বলিলেন, এমাম আজম তাঁহার শিষ্য এমাম মোহাম্মদ কর্ত্তৃক কোরআন ও হাদিসের মর্ম্ম অর্থাৎ ফেক্হের মসলাগুলি লিপিবদ্ধ করাইয়াছেন।

একদোল-জিদ, ৩২ পৃষ্ঠা;—

فلا بد من ان يكون اقوالهم التي يعتمد عليها مروية بالاسناد الصحيح او مروية في كتب مشهورة (الى) و ليس مذهب في هذه الازمنة المتاخرة بهذه الصفة الا هذه المذاهب الاربعة *

আরও উক্ত কেতাব, ৫১ পৃষ্ঠা;—

نقل المفتي المقلد عن المجتهد احد امرين اما ان يكون له سند اليه او يأخذه من كتاب معروف تداولة الايدي نحو كتب محمد بن الحسن و نحوها من التصانيف المشهورة للمجتهدين لانه بمنزلة الخبر المتواتر او المشهور *

উপরোক্ত বিবরণে সপ্রমাণ হয় যে, এমাম আজমের শিষ্য এমাম মোহম্মদের বা অন্যান্য শিষ্যগণের কেতাবগুলি যে তাঁহাদের লিখিত কেতাব, ইহা এত অসংখ্য লোকের কথায় সপ্রমাণ হইয়াছে যাহাদের একবাক্যে মিথ্যাবাদী হওয়া অসম্ভব। প্রতিপক্ষগণ সহিহ বোখারিকে এমাম বোখারির লিখিত, ইহার কি প্রমাণ পেষ করিবেন?

এই দেখুন, এমাম বোখারি সহিহ বোখারির ২।৮৩৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

راى عمر و ابو عبيدة و معاذ رض شرب الطلاء على الثلث و شرب البراء و ابو حجيفة على النصف - صحيح بخاري ٨٣٨ *

"(হজরত) ওমার, আবু ওবায়দা ও মোয়াজ (রাঃ) যে আঙ্গুরের

রস অগ্নির উত্তাপে তিন অংশের দুই অংশ শুষ্ক হয় এবং একাংশ অবশিষ্ট থাকে, উহা পান করা হালাল জানিতেন। (হজরত) বারা ও আবু জোহায়ফা (রাঃ) যে আঙ্গুরের রস অগ্নির উত্তাপে অর্দ্ধেকাংশ অবশিষ্ট থাকে উহা পান করিয়াছিলেন।" শ্রোতৃবৃন্দ, প্রতিপক্ষগণ যে আঙ্গুরের রসকে মদ বলিয়া দাবি করিয়াছিলেন, তাহা সাহাবাগণ ও এমাম বোখারি হালাল বলিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহারা কি মদ হালাল করিয়াছেন? নাউজোঃ।

আরও এমাম বোখারি, সহিহ্ বোখারির ২।৮২৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

قال ابو الدرداء فى المري ذبح الخمر النينان و الشمس
صحيح بخاري ٨٢٦/٢ *

"(হজরত) আবুদ্দারদা 'মোরি'র সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, মৎস্য সকল ও সূর্য্য সুরাকে পাক করিয়াছে।"

এস্থলে এমাম বোখারি বলিয়াছেন, মদ হইতে সিরকা প্রস্তুত করা হালাল এবং উহা হালাল হইবে।

আরও এমাম বোখারি সহিহ বোখারির ১।৪৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

و الغسل احوط صحيح بخاري ١/٤٣ *

"স্ত্রী সঙ্গম কালে বীর্য্যপাত না হইলে, গোছল ফরজ হইবে না।" আরও তিনি সহিহ্ বোখারির ২।৮২৫।৮২৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

قال شريح كل شئ فى البحر مذبوح - و قال الشعبي لو ان اهلي اكلوا الضفادع لاطعمتهم و لم يرالحسن بالسلحفاة باسا
صحيح بخاري ٨٢٥/٨٢٦ /٢ *

" শোরাএহ বলিয়াছেন, সমুদ্রের প্রত্যেক বস্তু জবাহ করা হইয়াছে। শা'বি বলিয়াছেন, যদি আমার পরিজন বেঙগুলি ভক্ষণ করিতেন, তবে আমি তাহাদিগকে (উহা) ভক্ষণ করাইতাম। হাছান কচ্ছপ ভক্ষণ করাতে কোন দোষ ভাবিতেন না।"

নবাব ছিদ্দিক হাছান সাহেব 'রওজা নাদিয়া'র ৬৬।১৯৬।১৯৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, মদ, মৃত ও প্রবাহিত রক্ত পাক ও নয়টী স্ত্রীলোকের সহিত এক সঙ্গে নিকাহ করা হালাল।

আরও তিনি ফৎহোল-মোগিছে'র ২৫ পৃষ্ঠার ও কাজি শওকানি দোরারে বাহিয়া'র ৩৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, যে যুবকের দাড়ি উঠিয়াছে, সেও স্ত্রীলোকের স্তন্য দুগ্ধ পান করিতে পারে।"

পাঠক, এখানে শুনুন, এমাম আজম যে মক্কা, মদিনা কুফা ও বাসোরাবাসি মোহাদ্দেছের নিকট হাদিছ শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা কেতাবোল আন্‌ছাবে, এবনো-খাল্লেকানের ২।১৬৩ পৃষ্ঠায়, 'তহজিবোলআসমা' কেতাবের ৬৯৮ পৃষ্ঠায়, তাজকেরাতোল হোফ্যাজের ১।৩৫।৩৬ পৃষ্ঠায় ও তহজিবোত্তহজিবের ১০।৪৪৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে। আরও তিনি যে পারস্য বংশধর ছিলেন এবং সাহাবা আনাছ (রাঃ) এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, তাহাও উক্ত কেতাবগুলিতে লিখিত আছে।

সমাপ্ত